প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৪ ❖ ২ - ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস

নিবেদিত জীবন ও সেবাকাজ

খ্রিস্টমণ্ডলীতে নিবেদিত জীবনের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য

মহা প্রয়াণের সতেরটি বছর

"আমার জীবনের ঠিকানা তুমি যে
যাব না প্রভু আমি তোমায় ছেড়ে'
... অনন্ত বিশ্রাম দাও প্রভু তারে...

প্রয়াত রবীন জর্জ পেরেরা

জন্ম : ২৫ অক্টোবর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
মঠবাড়ি ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

সময়ের আবর্তে পূর্ণ হল সতেরটি বছর। আজকের এই দিনটিতে তোমার চিরবিদায় আমরা শোকার্তচিত্তে ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। জগৎ সংসারে থাকাকালীন সময়ে তুমি আমাদের সবকিছু পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছ, ঈশ্বর ও তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর বাগান থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে স্বর্গের ফুলদানীতে সাজিয়ে রেখেছে। তোমার স্নেহ ভালবাসায় ধন্য আমরা, প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমার শূন্যতা। স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সবাইকে আদর্শ, নমনীয় ও ক্ষমাশীল জীবন দান করেন এবং তোমাকে স্বর্গের অনন্ত শান্তি প্রদান করেন। তুমি আছ, থাকবে আমাদের ভালবাসা হয়ে, অন্ধকারে আমাদের সুদিন হয়ে, প্রতিদিন।

পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্ত শান্তি ও শাশ্বত জীবন দান করুন।

শোকার্ত চিত্তে,
তোমারই আপনজনেরা

স্ত্রী : পুষ্প তেরেজা পেরেরা
বড় ছেলে : মিলিয়ন ইগ্নেসিয়াস পেরেরা
বড় বৌমা : সিন্ডি মার্থা পেরেরা
নাতনী : লিইয়া মারীয়া পেরেরা
ছোট ছেলে : ববি যোসেফ পেরেরা
ছোট বৌমা : টুইংকেল মার্গারেট পেরেরা

বিজ্ঞ/৪০/২০২৩

দশম প্রয়ান দিবস | অরুন ফ্রান্সিস রোজারিও

জন্ম: ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
বোয়ালী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী,
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

"ধরনীর মাঝে নেই তুমি আজ
আছো হৃদয় মাঝে
এ হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নেয় তোমায়
সাধ্য কার আছে"

স্বামীর কাছে খোলা চিঠি

ওগো প্রাণ-প্রিয় স্বামী দেখতে দেখতে দশটি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পিতার বাড়ী চলে গেলে। তোমার সাজানো বাড়ী ও বাগানের দায়িত্ব পালন করতে করতে আমি যে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি জানি তুমি আমাদের মাঝে সশরীরে উপস্থিত নেই কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি আমার সাথে সর্বক্ষণ আছ। প্রিয় স্বামী আমরা যখন ম্যারেজ এনকাউন্টার প্রথম Weekend করেছিলাম তখন আমাদের টিম লিডার একটি প্রশ্ন দিয়েছিলেন। সেটা হল মৃত্যু আমাদের পৃথক করবে এ বিষয়ে আমাদের অনুভূতি বর্ণনা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামী কে প্রেম পত্র লিখতে হবে। আমরা দুইজন চিঠিতে যা লিখেছিলাম আমি আগে মারা গেলে স্বামীর মনের কি অবস্থা হবে আর স্বামী আগে মারা গেলে স্ত্রীর মনের কি অবস্থা হবে সেই বিষয়ে নিয়েই প্রেমপত্র লেখা। তদুপুরি আমরা যখন টিম লিডার হয়ে দম্পতিদের উপস্থাপনা দিয়েছিলাম তখন আমাদের সেই মৃত্যু বিষয়ক চিঠি দম্পতিদের পড়ে শুনানো হয়েছিল। তখন আমরা দুইজন-ই কেঁদেছিলাম। দম্পতিরা ও অনেক অনেক কেঁদেছিল। সেই চিঠির কথা আমি এখনো ভুলতে পারিনা। সত্যিই আমি কোনদিন চিন্তা করি নাই আমার জীবনে সেই চিঠি লেখা বাস্তবে এত তাড়াতাড়ি পরিসমাপ্তি ঘটবে।

প্রিয় স্বামী যতদিন বেঁচে থাকি তোমার আর্দশকে সামনে রেখেই যেন বাকীটা পথ চলতে পারি। ওপারে ভালো থাকো। তুমি আমাকে ও পরিবারকে আর্শীবাদ কর আমি যেন পরজগতে স্বর্গে তোমার সাথে আবার মিলিত হতে পারি।

ইতি
তোমারই আদরের মীনা ..

বিজ্ঞ/৩৪/২০২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ০৪
০২ ফেব্রুয়ারি- ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১৯ মাঘ - ২৫ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

আনন্দ ও সৌন্দর্যে পূর্ণ উৎসর্গীকৃত জীবনের আবেদন

প্রতি বছর মাতামণ্ডলী ২ ফেব্রুয়ারি 'যিশুকে মন্দিরে উৎসর্গীকরণ' বা প্রভুর নিবেদন পর্ব পালন করে থাকে। প্রভু যিশুর নিবেদনের কথা স্মরণ করে এবং যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের নামে মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করেছে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করতে 'বিশ্ব উৎসর্গীকৃত বা নিবেদিত জীবন দিবস' পালন করা হয়ে থাকে। নিবেদিত জীবন মূলতঃ ভালোবাসার আহ্বান। ঈশ্বরের ভালোবাসা অনুধাবন করে তা পাবার আকাঙ্ক্ষায় এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা অন্য মানুষের সাথে সহভাগিতা করার জন্যই একজন ব্যক্তি উৎসর্গীকৃত বা নিবেদিত জীবন বেছে নেয় বলে মনে করা হয়। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু পাবার প্রত্যাশায় এ জীবন নয়।

নিবেদিত জীবনে যারা আহূত, মনোনীত ও প্রেরিত তাদেরকে বলা হয় সন্ন্যাসব্রতী ব্রতধারী ও ব্রতধারিণী। স্বেচ্ছায় কৌমার্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতা ব্রত ধারণ করে সংঘবদ্ধ জীবনের মধ্যদিয়ে নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য বিকশিত হয়। এ ব্রতগুলো অনুশীলনের মধ্যদিয়ে একজন ব্যক্তি জগতে থেকেও জগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। ফলশ্রুতিতে মানুষের মাঝে ব্রতধারী বা ব্রতধারিণী হয়ে ওঠেন প্রবক্তা। সন্ন্যাসব্রতী বা ব্রতধারীগণ নিজেদেরকে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় বিলীন করে দিয়ে সন্ন্যাস জীবনের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারেন। ব্রতপালনে বিশ্বস্ত থেকে সন্ন্যাসব্রতীরা যিশুর বাণীপ্রচারের আদেশ পূর্ণ করতে পারেন।

উৎসর্গীকৃত যারা তারা ঈশ্বরে নিবেদিত মানুষ। তবে তাদের জীবনেও আছে ভাঙ্গা-গড়া, সন্দেহ-প্রলোভন, হতাশা-নিরাশা, হিংসা-বিদ্বেষ আবার ক্রুশ-মুক্তির আনন্দ। অন্যদের মতো পালকীয় সেবাকাজে তারাও ক্লান্ত-শ্রান্ত হতে পারেন। কখনো কখনো ভুল করতে পারেন। কিন্তু কোন মতেই যেনো যিশুর ভালোবাসা থেকে বিচ্যুত না হন। যিশুর সাথে সংযুক্ততাই নিবেদিত জীবনের শক্তি, সৌন্দর্য ও আনন্দ। তাই সন্ন্যাসব্রতীর জীবন মৃত্যুঞ্জয়ী যিশুর ভালোবাসায় যাপিত হওয়া দরকার। যিশু তাঁর ভালোবাসায় তাদের আগলে রাখেন।

একজন সন্ন্যাসব্রতী হলেন জগৎ ও মানুষের প্রত্যাশা এবং প্রেরণা; আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। তিনি সকল মানুষের কাছে ঈশ্বরের উপস্থিতি, আশা, প্রজ্ঞা ও ভালোবাসার চিহ্ন। তিনি ঈশ্বর ও মানুষের যোগবন্ধনকারী, তার পার্থিব কোন কিছু চাওয়া-পাওয়ার থাকে না, ঈশ্বরকে পাওয়াই তার পরম আনন্দ। তাদের জীবনাচরণ দেখেই অনেকে যিশুকে চিনতে পারবে এবং অনেক যুবক-যুবতী তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে বলে মনে করা হয়। যদি তা না হয়, তবে সন্ন্যাসব্রতীদের নিজেদের জীবনের প্রতি আরো মনোযোগী হতে হবে।

বিশ্বে আজ নিবেদিত প্রাণ বা সন্ন্যাসব্রতী মানুষের বড়ই প্রয়োজন যাতে সকল মানুষ ঐশরাজ্যের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। দীক্ষাস্নানে আমরা সকল খ্রিস্টভক্তই উৎসর্গীকৃত হয়েছি। তাই আমরাও যেন একত্রে মণ্ডলীতে উৎসর্গীকৃত জীবনের তাৎপর্য ধ্যান করি। প্রার্থনা ও সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। উৎসর্গীকৃত জীবন সমগ্র মণ্ডলীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রত্যেকজন উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি একই লক্ষ্যে জীবনযাপন করেন। তাই আমরা যেন প্রভুর কাছে অধিকতর আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করি যেন বহু যুবক-যুবতী উৎসর্গীকৃত জীবনে তাদের আহ্বান আবিষ্কার করতে পারে এবং সাড়া দান করে।

যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীগণ তাদের জীবন-যৌবন উৎসর্গ করেন মানুষের কল্যাণের জন্য। মাণ্ডলিক কাজের মধ্য দিয়েই নিবেদিত জীবনে পূর্ণতা আসে। যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও সন্ন্যাসব্রতীণিগণ ব্রতীয় জীবনে প্রবেশের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে বিশেষভাবে ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করেছেন। আর আমরা ভক্তজনগণ দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে সবাই যিশুর রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক জীবনের অংশীদার হয়েছি। কাজেই সকল খ্রিস্টভক্তের কর্তব্য ঐশরাজ্য বিস্তারের জন্য নিবেদিত জীবন যাপন করা এবং অন্যকে নিবেদিত জীবনে প্রভাবিত ও আহ্বান করা। উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার চির পিপাসিত আকাঙ্ক্ষা কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছতা সাধনের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠেন আধ্যাত্মিকতায় সম্পদশালী ও শক্তিশালী। পরমেশ্বর ও মানুষের সাথে মিলনের মধ্যদিয়েই নিবেদিত বা উৎসর্গীকৃত জীবনের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। †

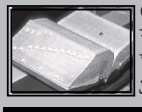

সেসময়ে যেরুসালেমে সিমেয়োন নামে একজন ছিলেন, যিনি ধার্মিক ও ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন ; তিনি ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতিক্ষায় থাকতেন, ও পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁকে একথা জানিয়েছিলেন যে, প্রভুর সেই খ্রীষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না। (লুক ২: ২২-৪০)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

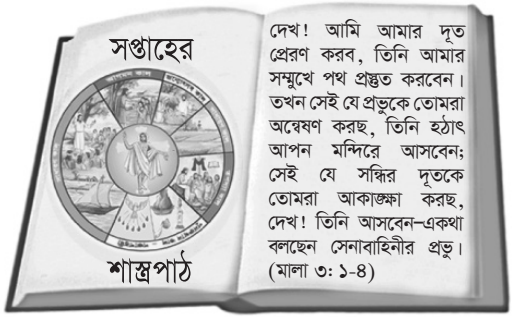

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ

০২ ফেব্রুয়ারি - ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

০২ ফেব্রুয়ারি, রবিবার

প্রভু যীশুর নিবেদন, *পর্ব*

মালা ৩: ১-৪, সাম ২৪: ৭, ৮, ৯, ১০, হিব্রু ২: ১৪-১৮ লুক ২: ২২-৪০ (সংক্ষিপ্ত ২: ২২-৩২)

০৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার

সাধু ব্লেইস, বিশপ ও ধর্মশহীদ, **সাধু এঙ্গার,** বিশপ

হিব্রু ১১: ৩২-৪০, সাম ৩১: ২০, ২১, ২৩, ২৪, মার্ক ৫: ১-২০

০৪ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার

হিব্রু ১২: ১-৪, সাম ২৫: ২৫-২৭, ২৯-৩১, মার্ক ৫: ২১-৪৩

০৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার

সাধ্বী আগাথা, কুমারী ও সাক্ষ্যমর, *স্মরণদিবস*

হিব্রু ১২: ৪-৭, ১১-১৫, সাম ১০৩: ১-২, ১৩-১৪, ১৭-১৮ক, মার্ক ৬: ১-৬

০৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার

পল মিকি ও সঙ্গীগণ, ধর্মশহীদ, *স্মরণদিবস*

হিব্রু ১২: ১৮-১৯, ২১-২৪, সাম ৪৮: ১, ৩, ৫, ৮-১০, মার্ক ৬: ৭-১৩

০৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার

হিব্রু ১৩: ১-৮, সাম ২৭: ১,৩,৫, ৮খ-৯, মার্ক ৬: ১৪-২৯

০৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার

সাধু যেরোম এমিলিয়ানি, সাধ্বী যোসেফিন বাখিতা, কুমারী

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ

হিব্রু ১৩: ১৫-১৭, ২০-২১, সাম ২৩: ১-৩ক, ৩খ-৪, ৫, ৬, মার্ক ৬: ৩০-৩৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০২ ফেব্রুয়ারি, রবিবার

+ ১৯৫৭ ব্রা. এলড্রিক যোসেফ ডেনিস, সিএসসি
+ ১৯৬৪ ফা. হেরল্ড ব্রিন, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৪ ফা. অভিদিও নেভলনি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৯ ফা. লিও গমেজ (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৯ সি. ক্যাথেরিন ও'সুল্লিভ্যান, আরএনডিএম
+ ২০১৬ সি. মেরী ক্লেয়ার, পিসিপিএ

০৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার

+ ১৯৮৮ ফা. এন্ড্রু সার্ভেট, ওএমআই (ঢাকা)
+ ২০০৩ সি. মেরী এলজিয়ার, আরএনডিএম (ঢাকা)

০৪ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার

+ ১৯৭৫ ফা. লিউনিদাস মোর, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফা. ফাউস্তিনো চেসকাতো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৭ ফা. বিমল জে. রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ সি. আসোন্তা রোজারিও, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০২১ ফা. যোসেফ পিশোতো, সিএসসি (ঢাকা)

০৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার

+ ১৯৭৯ ফা. পাওলো কার্নেভালে, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৫ সি. ইলিয়া জানেত্তি, এসসি (দিনাজপুর)

০৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার

+ ২০১১ সিঃ আন্নামারীয়া রায়, এসসি (খুলনা)

০৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার

+ ১৯৬২ সি. এম. প্রাক্সেডো, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৬ সি. মারী ডি'লুর্ডস, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ মারীয়া কার্ডিনাল, সিএসসি
+ ২০০৮ সি. মেরী ডরথী, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

০৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার

+ ১৯৪৫ ব্রা. রোমেইন এল. লাফেরিয়ের, সিএসসি
+ ১৯৫৪ সি. এম. বার্ণার্ড, এসসিএমএম
+ ১৯৬০ ফা. স্তেফানো মনফ্রিনি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৪ সি. কন্সটান্টিনা কস্তা, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ ব্রা. আলেক্সান্দ্রো তাক্কা, এসএক্স

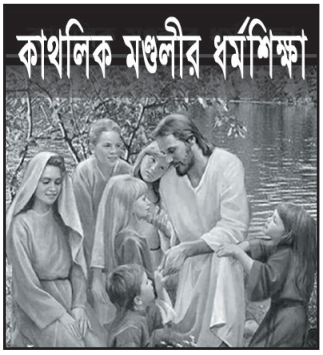

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

॥ খ ॥ মনপরিবর্তন ও সমাজ

১৮৯৫ সমাজের উচিৎ সদ্‌গুণ চর্চাকে বাধা না দিয়ে বরং উৎসাহ দান করা। সদ্‌গুণের চর্চা শ্রেণীবিন্যস্ত মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে।

১৮৯৬ যেখানে পাপ সামাজিক পরিবেশকে দূষিত করেছে, সেখানে প্রয়োজন হৃদয়ের পরিবর্তন ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর আশ্রয়। ভ্রাতৃপ্রেম খাঁটি সমাজ-সংস্কারের দাবি করে। সুসমাচার ছাড়া সামাজিক প্রশ্নের কোন সমাধান নেই। (দ্রঃ পোপ ২য় জন পল, Centesimus annus 3, 5,)

১৮৯৭ কোন মানব সমাজ যদি তার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য ও সর্বসাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশে প্রয়োজনীয় কাজ ও দেখাশুনা করার জন্য কিছু সংখ্যক লোককে বৈধ কর্তৃপক্ষ পদে অভিষিক্ত না করে তবে সে সমাজ সু-শৃঙ্খল বা সমৃদ্ধশালী হতে পারে না।

"অধিকার" বলতে সেই গুণকে বুঝায় যার দ্বারা ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানসমূহ আইন তৈরী করে এবং মানুষকে আদেশ প্রদান করে, ও মানুষের কাছ থেকে বাধ্যতা প্রত্যাশা করে।

১৮৯৮ প্রত্যেকটি মানব-সমাজ গোষ্ঠীকে পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন। এরূপ অধিকারের ভিত্তি মানব প্রকৃতির মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের একতার উদ্দেশে তা অত্যাবশ্যক। যতদূর সম্ভব সমাজের সাধারণ মঙ্গল নিশ্চিত করাই হচ্ছে এর ভূমিকা।

১৮৯৯ নৈতিক শাসন ব্যবস্থার জন্য যে অধিকার প্রয়োজন তা আসে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে: "প্রত্যেকে যেন অধিকারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত হয়ে থাকে, কারণ ঈশ্বরের দেওয়া অধিকার ছাড়া অন্য অধিকার নেই, আর যত অধিকার রয়েছে, সবগুলো ঈশ্বর দ্বারা প্রদত্ত। সুতরাং, যে কেউ অধিকারের বিরোধিতা করে, সে কিন্তু, ঈশ্বর যা নিয়োগ করেছেন, তারই বিরোধিতা করে; আর যারা তেমন বিরোধিতা করে, তারা নিজেদের উপর শাস্তি ডেকে আনবে।"

১৯০০ বাধ্যতার প্রতি কর্তব্যের কারণে সকলকেই কর্তৃপক্ষকে যথাযথ সম্মান করতে হবে, এবং যারা সেই অধিকার প্রয়োগ করার দায়িত্ব পেয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং যতটা তাদের প্রাপ্য সেই অনুসারে, কৃতজ্ঞতা ও সদিচ্ছা প্রদর্শন করতে হবে।

রোমের পোপ সাধু ক্লেমেন্ত রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশে মণ্ডলীর সবচেয়ে প্রাচীন প্রার্থনাটি রচনা করেছেন: প্রভু, যাদের হাতে তুমি তোমার সার্বভৌমত্ব দান করেছ তাদেরকে তুমি স্বাস্থ্য, প্রশান্তি, ঐকমত্য এবং দৃঢ়তা দান কর, যাতে তারা অপরাধী না হয়ে তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন। হে প্রভু, সর্বযুগের রাজা, তুমিই তো মানব সন্তানদের দিয়ে থাক পার্থিব জিনিসের ওপর গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতা। প্রভু, যা-কিছু তোমার দৃষ্টিতে সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য সে অনুসারে তুমি তাদের বিবেক পরিচালনা কর, যেন তোমার দেওয়া ক্ষমতা তারা ভক্তি, শান্তি ও মৃদুতা সহকারে প্রয়োগ ক'রে তোমারই অনুগ্রহ লাভ করতে পারে।

১৯০১ যদি অধিকারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার অধীন হয়, "তাহলে রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র এবং নেতৃবর্গের মনোনয়ন নির্ভর করে নাগরিকদের স্বাধীন সিদ্ধান্তের উপর।

রাজনৈতিক শাসনতন্ত্রের প্রকারভেদ নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদি তাদের গৃহীত ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের বৈধ মঙ্গল সাধিত হয়। যে-সব রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র প্রাকৃতিক নিয়ম, জনসাধারণের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী, জাতিগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া সেই সব ব্যবস্থা সাধারণ মঙ্গল বিধান করতে পারে না।

ফাদার পলাশ হেনরী গমেজ, এসএক্স

সাধারণকালের চতুর্থ রবিবার

১ম পাঠ: মালা ৩: ১-৪

২য় পাঠ: হিব্রু ২: ১৪-১৮

মঙ্গলসমাচার: লুক ২: ২২-৪০

বড়দিনের চল্লিশদিন পর বছরের ২ ফেব্রুয়ারি 'প্রভু যিশুর নিবেদন' পর্ব পালন করা হয়। ইহুদিদের ধর্মীয় নীতি অনুসারে জন্মের চল্লিশ দিন পর প্রথমজাত সন্তানকে মন্দিরে প্রভুর কাছে নিবেদন করা হয় এবং একই সাথে জন্মদানের চল্লিশদিন পর মা ও শুচিতা লাভ করেন একজোড়া পায়রা উৎসর্গের মাধ্যমে। এদিনকে মণ্ডলী "ক্যান্ডালমাস" হিসাবে অভিহিত করে কারণ এদিনে খ্রিস্টযাগে মোমবাতি আশীর্বাদ করা হয় এবং তা নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়- যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, যিশু হলেন মহাযাজক এবং জগতের আলো- যা আজকের মঙ্গলসমাচারে প্রবক্তা সিমিয়োনের বাক্যতেই প্রকাশিত হয় "যিশু হলেন বিজাতীয়দের অন্তর উদ্ভাসিত করার এক মহান আলো- বহু-প্রতিশ্রুত মানবের মুক্তিদাতা"।

এদিনকে অবশ্য "সাক্ষাত-পর্ব" বলা যেতে পারে, একদিকে নতুন নিয়মের সঙ্গে পুরাতন নিয়ম (এখানে শিশু যিশু নতুন নিয়মের প্রতীক, তেমনি প্রবক্তা সিমিয়োন ও আন্না অন্যদিকে পুরাতন নিয়মের প্রতীক) এবং নব-প্রজন্মের সঙ্গে প্রাচীন প্রজন্মের "সাক্ষাত-পর্ব"। সর্বোপরি, ভালোমতো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আসলে এখানে তিন প্রজন্মের "সাক্ষাত" হচ্ছে: শিশু যিশু- ১ম প্রজন্ম, যোসেফ ও মারীয়া- ২য় প্রজন্ম ও সিমিয়োন ও আন্না- ৩য় প্রজন্ম। আর এটা সম্ভব হয়েছে যিশুর নিবেদন পর্ব অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে। তাই এটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একমাত্র যিশুই পারেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাইকে একজায়গায় নিয়ে আসতে এবং সবাইকে একতায় বেঁধে রাখতে।

এই পর্বদিনটিকে অবশ্য আমার কাছে মনে হয়, একটি সুন্দর দিন যেখানে পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য গুরুত্বসহকারে দেখানো হয়েছে। কারণ এই ঘটনায় দেখি যে, যিশুর পিতামাতা তাদের ধর্মীয় রীতি পালনের উদ্দেশে এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার উদ্দেশে অনেকদূর সেই নাজারেথ থেকে জেরুসালেমে- (বিশ্বাসের কেন্দ্র) তাদের সন্তানকে নিয়ে আসেন শুধুমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। বর্তমান পিতা-মাতাদের জন্য এটা যেমন একত্রে পরিবার হিসাবে থাকার এক অন্যন্য দৃষ্টান্ত তেমনি সন্তানদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের জন্যে এটা একটি সহজ ও সুন্দর শিক্ষা। কেননা, বর্তমান বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অনেক পিতামাতাগণ শিশুদেরকে গির্জায় নিয়ে যাওয়াতো দূরের কথা, নিজেরাই গির্জায় যান না। সপ্তাহে একটিবার- রবিবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার কথাও তারা ভুলে যায় বা তাদের সময় থাকে না। তাই সন্তানেরাও বিশ্বাসের কেন্দ্র- গির্জায় আসাও ধীরে ধীরে ভুলে যায় এবং ঈশ্বরকে চিনতে না পেরে বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও আমরা প্রতিবছর 'মা' দিবস ও 'বাবা' দিবস আলাদা আলাদা দিন হিসাবে পালন করে থাকি, কিন্তু 'মা ও বাবা'কে একসঙ্গে নিয়ে কিন্তু এখনো কোন দিবস পালন করা হয় না। তাই এই দিনটাতে আমরা কিন্তু "পিতা-মাতা" দিবস হিসাবেও পালন করতে পারি। সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে মা-বাবা অথবা মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সন্তানরা গির্জায় আসা এবং একত্রে পরিবার হিসাবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে পবিত্র পরিবার হিসেবে গড়ে উঠতে পারি।

একই সঙ্গে প্রতিবছর মাতামণ্ডলী এই ২ ফেব্রুয়ারিতে 'বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস' হিসাবে পালন করে থাকে- যেদিন সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও মিশনারীদের জীবন-আহ্বানকে স্মরণ করা হয় এবং ধন্যবাদ দেয়া হয়, কারণ সন্ন্যাসব্রতীগণ একদিকে আমাদের মণ্ডলীকে বিশ্বাসের আলোয় জীবন্ত রাখছে, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন জীবনাচরণ ও প্রৈরিতিক কাজের মাধ্যমে আমাদের মণ্ডলীকে ভরিয়ে তুলছে বৈচিত্রতায়, মাধুর্যে ও প্রেরণায়। তাই এই জীবন একদিকে যেমন মহান ত্যাগস্বীকারের অনন্য দৃষ্টান্ত অন্যদিকে মহাআনন্দের পূর্ণতায় ভরা ঐশরিক জীবন। তাই আসুন আমরা এদিনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই-সমস্ত সন্ন্যাসব্রতীদের জীবন-আহ্বানের জন্য "তিনি যেন তাঁর শষ্যক্ষেত্রে কাজ করার আরো অনেক ভিন্নধর্মী মজুর পাঠিয়ে দেন *(মথি ৯:৩৭-৩৮)*। তাই বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবসে সমস্ত ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের সঙ্গে মাতা-মণ্ডলী আমাদের সবাইকে আহ্বান জানায় এইভাবে যে, আমরা যারা দীক্ষাস্নান সংস্কার গ্রহণের মাধ্যমে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন জীবন-আহ্বান পেয়েছি, তা স্মরণ ও নবায়ন করার মাধ্যমে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে শিশুযিশুর নিবেদনের সঙ্গে নিবেদন করতে পারি। নিজ নিজ জীবনাহ্বানে বিশ্বস্ত থেকে দৈনন্দিন জীবনের কথায় ও কাজে এই পুণ্য জুবিলীবর্ষে আমরা একে অন্যের জীবনে আশার আলো হয়ে উঠতে পারি যা আমাদের সমাজ, মণ্ডলী ও জগতকে আলোর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে একতা, মিলন ও শান্তির রাজ্য স্থাপন করতে। যিশুর মত আমরাও একদিন হয়ে উঠতে পারব "প্রাণময়, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় নৈবেদ্য-রূপে। *(রোমীয় ১২:১)*

পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড
PHB CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LIMITED
স্থাপিতঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, রেজিষ্ট্রেশন নং ২২৯/২০, তারিখঃ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মোবাইল নং- ০১৭৪৮-৪৫৬২৬২, ই-মেইল ঃ phbcccul@gmail.com

সূত্র নং ঃ পিএইচবি/এস/২০২৫-২ তারিখ ঃ ৩০/০১/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

৮ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল **৯:০০ টায়** পিএইচবি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর প্রাঙ্গণে (মিঃ কর্ণেলিয়াস কস্তার বাড়ী) সমিতির **৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ছবিযুক্ত পাশ বইসহ সকাল ০৮:৩০ মিনিট থেকে ৯:০০ টার মধ্যে নাম রেজিষ্ট্রেশন পূর্বক লটারী কূপন সংগ্রহ করার জন্য সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগণকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক সাধারণ সভার দিন সঞ্চয় বা ঋণ এর বকেয়া পাওনা পরিশোধ করে নিয়মিত হয়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় অধিকার প্রয়োগের বিশেষ সুযোগ থাকবে।

অতএব, অনুষ্ঠিতব্য **৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা** সফল বাস্তবায়নে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

রবার্ট গমেজ
চেয়ারম্যান
পিএইচবিসিসিসিইউলিঃ

দোলন যোসেফ গমেজ
সেক্রেটারি
পিএইচবিসিসিসিইউলিঃ

বিজ্ঞ/৩৯/২৫

‘উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস’

ফাদার ইউজিন জে আনজুস সিএসসি

প্রতি বছর ২ ফেব্রুয়ারি সর্বজনীন মণ্ডলীতে রোমীয় উপাসনা রীতি অনুসারে প্রভুর নিবেদন পর্ব পালন করা হয়ে থাকে। এই পর্ব দিবসের খ্রিস্টযাগে যে শাস্ত্র পাঠগুলো নির্দেশিত রয়েছে, তা থেকে আমরা স্মরণ করি: “মোশীর বিধান অনুসারে তাঁদের শুদ্ধিক্রিয়ার দিনটি এলে যোসেফ ও মারীয়া শিশুটিকে জেরুসালেমে নিয়ে গেলেন তাকে প্রভুর কাছে উৎসর্গ করবেন বলে। কারণ প্রভুর বিধানে এই কথা লেখা আছে: “প্রথমজাত প্রত্যেক পুরুষ-সন্তানকে প্রভুর কাছে নিবেদন করা হবে।” জেরুসালেমে যাবার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রভুর বিধানের নির্দেশমতো বলিদানে উৎসর্গ করবেন “এক জোড়া ঘুঘু কিংবা দু’টি পায়রার ছানা” *(লুক ২: ২২-২৪)*।

পরম পিতার দ্বারা প্রেরিত হয়ে প্রভু যিশু ঐশ-বিধান অনুসারে নিজেকে নিবেদন করেন। দীক্ষাস্নানে আমরা সকল খ্রিস্টভক্তই উৎসর্গীকৃত হয়েছি। তথাপি সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল কেন সর্বজনীন মণ্ডলীতে ‘উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস’-রূপে পালন করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং নির্দেশ দিলেন, সাধু পোপ এই দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য ৬ জানুয়ারি ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের সকল বিশপদের নির্দেশনা দান করে একটি প্রৈরিতিক পত্র লেখেন। পত্রটি তিনি “শ্রদ্ধাস্পদ বিশপ ভ্রাতৃগণ ও স্নেহের উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ” *(Venerable Brothers in the Episcopate and Dear consecrated persons)*-কে উদ্দেশ্য করে লিখেন। পত্রটির শুরুতেই সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেন : **“উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস, যা পালিত হবে ২ ফেব্রুয়ারি সম্পূর্ণ মণ্ডলী যেন যাঁরা খ্রিস্টকে ঘনিষ্টতর রূপে অনুসরণ করার উদ্দেশে মঙ্গলসমাচারের সুমন্ত্রণা অনুসারে জীবনযাপন করার মাধ্যমে উৎসর্গীকৃত জীবন বেছে নিয়েছেন, সমগ্র মণ্ডলী যেন তাঁদের জীবন-সাক্ষ্যকে অধিকতরভাবে মূল্য দিতে পারে, এবং উৎসর্গীকৃত জীবন-যাপনকারীগণও যেন তাঁদের আত্মোৎসর্গকরণের নবায়নের একটি উপযুক্ত উপলক্ষ্য লাভ করতে পারেন, প্রভুর নিকট তাঁদের আত্মদানের আগ্রহ পুণর্প্রজ্বলিত করার সুযোগ লাভ করেন”** (*Message for the First World Day for Consecrated Life, no. 1)*।

এরপর পোপ জন পল এরূপ একটি বিশ্ব প্রার্থনা দিবস উদ্‌যাপনের পটভূমি তুলে ধরে বলেন: **“মণ্ডলীর বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য, তৃতীয় সহস্রাব্দের দ্বারপ্রান্তে উৎসর্গীকৃত জীবনের মিশন শুধুমাত্র যাঁরা এই বিশেষ অনুগ্রহ-দান লাভ করেছেন তাদের জন্যই নয়; বরং সমগ্র খ্রিস্টান সমাজের জন্যও”** (H)। অর্থাৎ, এককভাবে বা অন্যদেরকে বাদ দিয়ে *(exclusively)* শুধুমাত্র সন্ন্যাসব্রতী ও উৎসর্গীকৃত নারীপুরুষ এই বিশেষ দিবসটি পালন করবেন–এটা পোপ দ্বিতীয় জন পলের অভিপ্রায় ছিল না, বরং সম্পূর্ণ খ্রিস্টীয় সমাজ যেন একত্রে তা পালন করেন এবং মণ্ডলীতে উৎসর্গীকৃত জীবনের তাৎপর্য ধ্যান করেন, প্রার্থনা, সহভাগিতা ও সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে এরূপ জীবনের অনুগ্রহ-দানের জন্য পরমেশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করেন।

পোপ দ্বিতীয় জন পলের এরূপ ভাবনার পটভূমি হল ২৫ মার্চ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত তাঁর প্রৈরিতিক পত্র **“উৎসর্গীকৃত জীবন”** *(Vita Consecrata, Apostolic Exhortation)*, যেখানে তিনি উৎসর্গীকৃত জীবন ও মণ্ডলীতে এর স্থান, প্রাবক্তিক ভূমিকা ও মর্যাদা, ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখ করে বলেন :

“In the post-synodal Apostolic Exhortation *Vita Consecrata* issued last year, I wrote: “In effect, the consecrated life is at the very heart of the Church as a decisive element for her mission, since it ‘manifests the inner nature of the Christian calling’ and the striving of the whole Church as Bride towards union with her one Spouse *(VC, no.3)*. Thus, I would like to renew the invitation to consecrated persons to look to the future with confidence, relying on the fidelity of God and power of his grace, who is always able to accomplish new wonders: “You have not only a glorious history to remember and to recount, but also a great history still to be accomplishes! Look to the future, where the Spirit is sending you in order to do even greater things” *(VC, no. 110)*.

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা এই কথাটি খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি, ‘উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস’ উদ্‌যাপনের জন্য সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পলের আহ্বানটি গোটা মণ্ডলীর জন্য, যার মূল বিষয় রূপে তিনি তুলে ধরেন যে, উৎসর্গীকৃত জীবনের স্থান হলো মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র, সুনির্দিষ্টভাবে মণ্ডলীর মিশন-কর্মের জন্য, যা সকল খ্রিস্টভক্তদের জীবনাহ্বানের অন্তর প্রকৃতি ব্যক্ত করে, এবং ‘বধূ’-রূপ মণ্ডলী পবিত্রতায় সুসজ্জিত হয়ে তার ‘বর’ খ্রিস্টের সাথে মিলনের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে।

উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস পালনের কারণগুলো:

বিশপ-ভ্রাতৃবর্গ ও উৎসর্গীকৃত জীবনযাপনকারী ব্যক্তিদের উদ্দেশে লিখিত এই পত্রে সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল প্রতি বছর (১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে) এই বিশ্ব প্রার্থনা দিবস পালনের তিনটি মূল কারণ আলোচনা করেছেন। এর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ–

প্রথম কারণ: দিবসটি যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে মণ্ডলীতে এরূপ মহতী অনুগ্রহ-দানের জন্য অধিকতর ভক্তিপূর্ণ ও সমারোহপূর্ণভাবে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও তাঁর প্রশংসা করার যে প্রয়োজন রয়েছে তার প্রতি যথার্থ সাড়া দান করা। কারণ উৎসর্গীকৃত জীবনের বিচিত্র অনুগ্রহদান এ জগতে ঐশরাজ্যকে অধিকতর সমৃদ্ধ করে তোলে। পোপ মহোদয় বলেন: “We should never forget that consecrated life, before being a commitment of men and women, is a gift which comes from on high, an initiative of the Father “who draws his creatures to himself with a special love and for a

special mission" *(VC, no. 17)*। সাধ্বী তেরেজার আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন : "যদি সন্ন্যাসব্রতীগণ না থাকতেন, তাহলে জগতের কি দশা হতো?" (*Autobiography,* ch. 32, no. 11)। এটি এমন এক প্রশ্ন যা আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে জগতের কঠিন ও সংকটময় বাস্তবতার মধ্য দিয়ে মণ্ডলীকে সজীব রাখতে ও এর যাত্রাপথে এগিয়ে চলার জন্য উৎসর্গীকৃত জীবনের অনুগ্রহদানের জন্য ঈশ্বরকে প্রতি নিয়ত ধন্যবাদ জানাতে।

দ্বিতীয় কারণ: এই দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য হলো, ঈশ্বরের সমস্ত জনগণ যেন উৎসর্গীকৃত জীবন সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারেন এবং এরূপ জীবনের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধান (নং ৪৪) এবং 'উৎসর্গীকৃত জীবন' (*Vita Consecrata*) শীর্ষক দ্বিতীয় জন পলের প্রৈরিতিক পত্রে উৎসর্গীকৃত জীবন সম্বন্ধে গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে: উৎসর্গীকৃত জীবন হলো সেই খ্রিস্টের ঘনিষ্টতর অনুসরণ যিনি মণ্ডলীর জীবনধারায় নিরবধি বিদ্যমান, যিনি 'একমাত্র সর্বোত্তম উৎসর্গীকৃতজন' (*the supreme Consecrated One*) এবং জগতে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পরম পিতা কর্তৃক প্রেরিতজন–সেই খ্রিস্টকেই আলিঙ্গন করা, যা করতে তিনি তাঁর শিষ্যদের আহ্বান করেছেন (দ্র. *VC,* no. 22)। এভাবে খ্রিস্ট পরম পিতার পুত্র-রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং পিতার প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন, যা তাঁর কৌমার্যের উৎস ও প্রমাণ; তিনি ধন-সম্পদের আসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন, যা হলো তাঁর দরিদ্রতার কারণ; এবং তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করাকেই তাঁর 'খাদ্য' বলে বিবেচনা করেছেন *(দ্র. যোহন ৪:৩৪)*, যা হলো তাঁর বাধ্যতার আদর্শ।

যিশুখ্রিস্ট তাঁর এরূপ জীবন মণ্ডলী ও জগতের সামনে উপস্থিত করেন এবং বাস্তব করে তোলেন সকল উৎসর্গীকৃত নর-নারীর মধ্য দিয়ে। এজন্য উৎসর্গীকৃত জীবন সম্পূর্ণ মণ্ডলীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রত্যেকজন উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি একই লক্ষ্যে জীবনযাপন করেন। ঈশ্বর যিনি সর্বময় তাঁর দিকেই তাঁরা তাদের জীবন পরিচালিত করেন। এই প্রচেষ্টা তাঁরা অব্যহত রাখেন খ্রিস্টের আদর্শ অনুসরণ করে এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে।

উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ সংঘের 'ক্যারিজম' অনুযায়ী বিভিন্নভাবে বিশেষ করে উৎসর্গীকৃত জীবনযাপনের মাধ্যমে খ্রিস্টভক্তদের দীক্ষাস্নানের উৎসর্গীকরণকেই পূর্ণতা দান করেন। উৎসর্গীকৃত জীবনের অনুগ্রহদান ধ্যান করে মণ্ডলী তাঁর নিজেকেই আহ্বান অর্থাৎ তাঁর প্রভুর একান্ত আপন হয়ে ওঠার আহ্বানের কথাই ধ্যান করে যেন "এই ভাবে তিনি গৌরবে বিভূষিত মণ্ডলীকে নিজের সামনে এনে দাঁড় করাতে পারবেন; তখন তার থাকবে না কোন কলঙ্ক, কোন বলিরেখা, কোন ত্রুটি–বরং সে হবে পবিত্র, হবে অনিন্দনীয়" *(এফেসীয় ৫:২৭)*।

সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল তাই বলেন, উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য 'বিশ্ব দিবস'-রূপে একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করার কারণ সুস্পষ্ট। এরূপ দিবস উদ্‌যাপন মণ্ডলীতে উৎসর্গীকৃত জীবন বিষয়ক ঐশতাত্ত্বিক শিক্ষা যেন 'ঐশজনগণ' রূপে সকল খ্রিস্টভক্তগণ সুস্পষ্টভাবে এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, তা নিশ্চিত করবে (*Message for the First World Day for Consecrated Life, no. 3*)।

তৃতীয় কারণ: এটি সরাসরিভাবে উৎসর্গকৃত ব্যক্তিদের ঘিরে। প্রভু তাঁদের মধ্য দিয়ে যে অপূর্ব কাজ করে চলেছেন, তাঁদের জীবনে পবিত্র আত্মার দ্বারা তাঁদেরকে যে-ঐশরিক সৌন্দর্যে বিভূষিত করেছেন, এই সকল বিষয় সমারোহপূর্ণভাবে সবার সাথে একত্রে উদ্‌যাপন করতে তাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা লাভ করবেন মণ্ডলী ও জগতে তাঁদের মিশন-কর্ম, যার কোন বিকল্প নেই, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সচেতন।

উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ যে-বাস্তবতায় জীবনযাপন করেন সেখানে রয়েছে অস্বস্তি (*agitation*), চিত্তবিক্ষেপ, দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত চাপ। এই বাস্তবতার মধ্যে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ বার্ষিক এরূপ একটি বিশ্বব্যাপী দিবস পালনের মাধ্যমে সুযোগ পাবেন তাদের জীবনাহ্বানের মৌলিক উৎসে প্রত্যাবর্তনের, তাঁরা সেই উৎস থেকে নিজেদের জন্য আহরণ করতে পারবেন সঞ্জীবনী শক্তি, এবং তাঁদের জীবন উৎসর্গীকরণের অঙ্গীকার নবায়ন করতে পারবেন। তাঁরা এভাবে বর্তমানকালের নারী-পুরুষদের সামনে, দ্বিধাবিভক্ত বাস্তবতার মধ্যে, আনন্দের সাথে এই সাক্ষ্য দিতে সামর্থ্য লাভ করবেন যে প্রভুই হলেন প্রকৃত প্রেমস্বরূপ এবং তিনিই পারেন সকল মানুষের অন্তরে সেই প্রেমপূর্ণ করে তুলতে।

বাস্তবিক বর্তমান বাস্তবতায় অত্যন্ত জরুরী একটি প্রয়োজন রয়েছে যা উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ এই সত্য প্রকাশ করবেন যে "পবিত্র আত্মার দান আনন্দ" তাঁদের প্রেরণকাজে এগিয়ে চলার গতিময়তা দান করে, তাঁদের জীবনের সাক্ষ্যদান এই কাজে শক্তি যোগায়, কারণ "বর্তমান যুগের মানুষ শিক্ষকদের থেকে অধিকতর আগ্রহের সাথে এরূপ জীবন-সাক্ষ্যদানকারীর কথা শোনে, এবং যদিও বা শিক্ষকের কথা শোনে, তা তাদের সাক্ষ্যদানের জন্যই শোনে" (খ্রীষ্টাদর্শ প্রচার, নং ৪১, সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পলের পত্র, নং ৪)।

মন্দিরে যিশুর নিবেদন পর্বটির অর্থ

সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল তাঁর প্রৈরিতিক পত্রে তুলে ধরেন যে, উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবসটি সেই দিনটিতে উদ্‌যাপিত হবে যে দিন সমগ্র মণ্ডলী স্মরণ করে মারীয়া ও যোসেফ যিশুকে জেরুসালেমের মন্দিরে নিয়ে গেলেন "প্রভুর কাছে নিবেদন করার জন্য" *(লুক ২:২২)*। মঙ্গলসমাচারের বর্ণনাচিত্র প্রকাশ করে সেই যিশুর রহস্য, যিনি পিতা কর্তৃক প্রেরিত এবং পিতার সমীপে উৎসর্গীকৃত, যিনি এই জগতে এসেছেন পিতার অভিপ্রায় বিশ্বস্তভাবে পূর্ণ করতে *(দ্র. হিব্রু ১০:৫-৭)*। সিমিয়োন যিশুখ্রিস্টকে "বিজাতীয়দের অন্তর উদ্ভাসিত করার এক আলো" *(লুক ২:৩২)* বলে প্রকাশ করলেন এবং এই প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করলেন যে, যিশুই পিতার সমীপে সর্বশ্রেষ্ঠ বলি নিবেদন করে চূড়ান্ত বিজয় আনয়ন করবেন *(দ্র. লুক ২:৩২-৩৫)*।

এইভাবে মন্দিরে যিশুর নিবেদন হয়ে উঠেছে মণ্ডলীতে যাঁরা মঙ্গলসমাচারের সুমন্ত্রণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে "যিশুর জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য–কৌমার্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতা" (*VC, no. 1*) বেছে নেন তাঁদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ।

ধন্যা কুমারী মারীয়া যিশুর এই নিবেদনের অনন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। কুমারী জননী নিজেই যিশুকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন যেন যিশু পিতার নিকট নিজেকে নিবেদন করতে পারেন। মারীয়ার একই ভূমিকা প্রকাশ করে মাতৃরূপ মণ্ডলী নিরবধি তার সন্তানদের স্বর্গীয় পিতার নিকট নিবেদনে সহায়তা করে, যেন তাঁরা খ্রিস্টের আত্ম-বলিদানের সাথে একাত্ম হতে পারেন, যে আত্ম-বলিদান সম্পূর্ণ মণ্ডলীর উৎসর্গীকরণের কারণ ও আদর্শ স্বরূপ।

সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল এ কথা উল্লেখ করেন যে, তিনি লক্ষ্য করেছেন বেশ কয়েক বছর যাবৎ ২ ফেব্রুয়ারি পর্ব দিবসে রোম ধর্মপ্রদেশের বহু সন্ন্যাস সংঘের সদস্য-সদস্যা এবং অন্যান্য উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ স্বতস্ফূর্তভাবে পোপ মহোদয় ও ধর্মপ্রদেশীয় বিশপগণ *(পালকগণ)* এবং খ্রিস্টভক্তদের সাথে তাঁদের উৎসর্গীকৃত জীবনাহ্বানের বৈচিত্রময় অনুগ্রহদান এবং ঐশজনমণ্ডলীর

মাঝে তাঁদের স্থান–এসব সহভাগিতা করার জন্য একত্রে সম্মিলিত হচ্ছেন।

তাই, তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যেন উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ, তাঁদের পালক ও ভক্তজনগণের এরূপ মিলন ও সহাভাগিতার অভিজ্ঞতা সর্বজনীন মণ্ডলীতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে 'উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস'-এর উদ্‌যাপনে সকল উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ সকল খ্রিস্টভক্তদের সাথে সম্মিলিত হয়ে ধন্যা কুমারী মারীয়ার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে পরমেশ্বর যে তাঁর বহু সন্তানের মধ্য দিয়ে "কত মহান কাজই না করেছেন" *(লুক ১: ৪৯)* তার জন্য প্রশংসা গান করতে পারেন এবং সবার সম্মুখে প্রকাশ করতে পারেন যে খ্রিস্ট কর্তৃক পরিত্রাণ সকল মানুষই "পরমেশ্বরের নিকট নিবেদিত" *(দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৯)* জীবনাবস্থা লাভ করেছেন (নং ৫)।

মণ্ডলীর মিশনকর্মে যে ফল প্রত্যাশিত

সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল উৎসর্গীকৃত সকল ভাই ও বোনদের সম্বোধন করে বলেন, 'উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস' প্রতিষ্ঠাকরণ ধন্যা কুমারী মারীয়ার নিকট উৎসর্গ করছেন। তিনি গভীরভাবে এই প্রত্যাশা করেন যেন এই দিবসটি উদ্‌যাপন মণ্ডলীতে পবিত্রতা ও মিশনকর্মে প্রচুর উৎকৃষ্ট ফল বয়ে আনে। এই দিবসটির উদ্‌যাপনের একটি উদ্দেশ্য হলো: খ্রিস্টীয় সমাজ যেন উৎসর্গীকৃত জীবনাহ্বানকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে পারে, তারা যেন প্রভুর কাছে অধিকতর আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করেন যেন বহু যুবক-যুবতী উৎসর্গীকৃত জীবনে তাদের আহ্বান আবিষ্কার করতে পারে এবং সাড়া দেয় এবং খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোও যেন উদারভাবে ঈশ্বরের এই অনুগ্রহদানের সাথে সহযোগিতা করে। এইভাবে গোটা মণ্ডলীর জীবন ও 'নতুনভাবে মঙ্গলসমাচার প্রচারকাজ' (*new evengelization*) আরো সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে।

তিনি আরো প্রত্যাশা করেন যে, এই দিবসটির সম্মিলিত প্রার্থনা ও ধ্যান প্রত্যেকটি স্থানীয় মণ্ডলীগুলোতেও উৎসর্গীকৃত জীবনাহ্বানের অনুগ্রহদানের সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। এর মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে একদিকে ধ্যানমগ্নতা এবং একই সাথে সক্রিয় সেবাকাজ, অপরদিকে এই পৃথিবীতে বর্তমান কালের আত্মনিবেদন ও পারলৌকিক প্রত্যাশা–এই উভয় বাস্তবতার মধ্যে একটি ঐক্য স্থাপন করবে।

প্রৈরিতিক পত্রটির শেষে তিনি প্রার্থনা করেন যেন ধন্যা কুমারী মারীয়া, যিনি স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিস্টকে পরম পিতার নিকট 'নিষ্কলঙ্ক নৈবেদ্য'-রূপে নিবেদন করেছেন। তিনি যেন আমাদের জন্য এই অনুগ্রহ এনে দেন যাতে মণ্ডলী ও জগতের প্রয়োজনের জন্য আমরা সবাই নিজেদের মন-হৃদয় সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে পারি।

এই সকল অভিপ্রায় এবং সকল উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ যেন আনন্দের সাথে তাঁদের জীবনাহ্বানে সুরক্ষিত থাকেন, এই প্রৈরিতিক আশীর্বাদ দান করে সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল তাঁর পত্রটি সমাপ্ত করেন *(নং ৬)*।

দ্রষ্টব্য : প্রবন্ধটি ভাতিকান সিটি থেকে ৬ জানুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ. তারিখে প্রদত্ত *Message of the Holy Father John Paul II for the I World Day for Consecrated Life* এই প্রৈরিতিক পত্রের হবহু অনুবাদ নয়; কিন্তু এর সারমর্ম তুলে ধরা হল।

উৎস :

1. John Paul, II, *Message of the Holy Father John Paul II for the I World Day for Consecrated Life,* 6 January 1997

2. John Paul II, Vita *Consecrata,* 25 March 1996

স্বপরিবারে বিদেশে স্যাটেল/স্টাডি/জব ভিসা

JAPAN
* মাত্র ৩-৬ মাসের মধ্যে জাপানে একা অথবা স্বপরিবারে স্থায়ী বসতি গড়ার সুযোগ ঃ নূন্যতম SSC পাস হলেই চলবে।
* জব ভিসা: Int'l Service Category-তে নিশ্চিত জব ভিসা। যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা/ব্যাচেলর/ মাস্টার্স হতে হবে। বয়স: ২৫-৪০ বছর।
* স্টাডি ভিসা: ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম/ ব্যাচেলর/ মাস্টার্স ও পি এইচ ডি ডিগ্রিতে পড়াশোনায় সীমিত সুযোগ রয়েছে।

ROMANIA
* WORK PERMIT VISA : ২২-৪৮ বছর (রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার ও ফুড ডেলিভারি জব)
* স্টাডি ভিসাঃ ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রাম/ব্যাচেলর/ মাস্টার্স/ পিএইচ ডি ডিগ্রী

Worldwide visit visa processing

একই সাথে- USA/Canada/Uk/Australia/ New Zealand/ S.Korea/Austria/ Italy/ Norway/Denmark/Sweden/Finland/ Russia-তে ভর্তি ও ভিসা প্রসেসিং চলছে।

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)

আগ্রহী খ্রিস্টভক্তগণ আজই যোগাযোগ করুনঃ

হেড অফিস: বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২
(আমেরিকান দূতাবাসের পর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
info@globalvillagebd.com

প্রয়োজনে আমরা ব্যাংকিং ও স্পন্সরশিপের জন্য প্রাথমিক সহযোগিতা দিয়ে থাকি।

আমরা একমাত্র খ্রিস্টান মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিগত ২২ বছর যাবৎ দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছি।

+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801
@globalvillageacademybd

বিজ্ঞ/০৮/২৫

উৎসর্গীকৃত জীবন : এসো আমাকে অনুসরণ কর

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে প্রতিটি খ্রিস্টানের একটি আহ্বান রয়েছে। এই আহ্বান স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে থেকে পবিত্র হওয়ার আহ্বান। ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারে সেবার আহ্বান। পবিত্র হওয়ার আহ্বান মানে ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান। দীক্ষাস্নের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কিছু নর-নারী যিশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পবিত্র হওয়ার সাধনায় সুখী হওয়ার প্রত্যয়ে নিজের জীবন ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে মণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ে যোগ দেয়। "তিনি তাদের বললেন; এসো দেখে যাও" *(যোহন ১:৩৯ক)*। খ্রিস্টের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে জগতের স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে না থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে আনন্দে জীবন যাপনের লক্ষ্যে মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণায় "দরিদ্রতা, কৌমার্য ও বাধ্যতা" ব্রত উচ্চারণে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করে। এই জীবনে স্থান পায় একতা (unity), সংঘবদ্ধতা (community), নম্রতা (humility), আত্মদান (self-surrender) ও সেবা (service)।

উৎসর্গীকৃত জীবন: মণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত জীবনের দীক্ষাস্নাত নর-নারীর একটি জীবন অবস্থা। খ্রিস্টের আহ্বানের সাড়াদানে প্রেমের পরিপূর্ণতা। পবিত্র হওয়ার সাধনা ও সুখী হওয়ার প্রত্যয়ে মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণায় ও সংবিধান অনুসারে "দরিদ্রতা, কৌমার্য্য ও বাধ্যতা" জনসমক্ষে প্রতীজ্ঞা করার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট ধর্ম সংঘের মৌলিক বিধি-বিধান যা দৈনন্দিন জীবন যাপন, যেমন প্রার্থনা, নিয়ম-নীতি, আাদেশমালা ও শৃঙ্খলাকে অন্তর্ভূক্ত করে।

উৎসর্গীকৃত জীবনে ব্রতসমূহ: উৎসর্গীকৃত জীবনে একটি ব্রত গ্রহণ বা উচ্চারণ জনসম্মুখে পবিত্র প্রতিশ্রুতি বা প্রতীক্ষা যা মণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদন নিয়ে ঈশ্বরের কাছে করা হয়। "দরিদ্রতা, কৌমার্য্য ও বাধ্যতা" ব্রতগুলি বা প্রতীজ্ঞাসমূহ মঙ্গলবাণী সুমন্ত্রণায় ফল বলেও বিবেচিত হয়। সম্প্রদায় ও ব্যক্তির স্বাধীন সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে ব্রতগুলি এক, দুই বা তিন বছরের জন্য নেওয়া হয়। এই ব্রতগুলো পাঁচ থেকে নয় বছর পর্যন্ত নবায়ন যোগ্য। এভাবে ব্যক্তি নিজেকে সারা জীবনের জন্য প্রস্তুত করে ও সারাজীবন ব্রত পালন করার জন্য চিরকালীন ব্রত উচ্চারণ করেন।

১) দরিদ্রতা: দরিদ্র যিশুকে অনুসরণ করা যিনি রাজা হয়েও দীনবেশে জন্ম নিয়েছেন। দারিদ্র্যতা হল সকল দ্রব্যকে সাধারণভাবে ভাগ করে নেওয়া। একটি সহজ সরল জীবন যাপন করা এবং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার আহ্বান। আমার একার নয় সকলের এই মনোভাব পোষণ করা।

২) কৌমার্য: কৌমার্য হল ঈশ্বর ও সমস্ত লোকদের ভালোবাস এবং সেবা করার আহ্বান। কোন নির্দিষ্ট একজনকে নয় বরং সর্বজনীভাবে সবাইকে ভালোবাসা। কৌমার্যের জীবন ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সাক্ষী ও সাক্ষ্য।

৩) বাধ্যতা: আত্মসমর্পন! বাধ্যতা হল সম্প্রদায়ে বসবাস করার ও ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করার আহ্বান। সম্প্রদায়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কথা শোনার মধ্য দিয়ে নিজ জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান বুঝতে পারা বা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে নেওয়া।

উৎসর্গীকৃত জীবন সাধনা ও যাপিত জীবন: উৎসর্গীকৃত জীবন হল একটি বিশেষ উপায় যা স্বয়ং পিতা ঈশ্বর মণ্ডলীতে দিয়েছেন যাতে, সুসমাচারের প্রতি বিশ্বস্ততা, পুত্র যিশুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, পবিত্র, দরিদ্র ও বাধ্য একজন ব্যক্তি, যার নিজের নির্দিষ্ট কোন অবস্থান ও বাসস্থান নেই *(দ্রঃ মথি ৮:২০)*, তবুও তিনি (যিশু) ক্রুশ-মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য *(দ্রঃ ফিলিপ্পীয় ২:৮)*। উৎসর্গীকৃত জীবন এক উপহার অগাধ রহস্য যা সমগ্র পৃথিবীকে ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে সবাইকে আকৃষ্ট করে।

উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি সংবিধান অনুসারে একটি সম্প্রদায়ের অধীনে বসবাসরত নর-নারী। যারা প্রকাশ্যে দরিদ্রতা, কৌমার্য ও বাধ্যতার ব্রতের গুণে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় গঠন করে যা মণ্ডলী কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত ও স্বীকৃত। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো সাধারণত তাদের প্রতিষ্ঠাতার নিয়ম অনুসরণ করে, যা প্রেরিত হতে পারে এবং দেশে ও বিদেশে নিজেদের ক্যারিজম (দানশীলতা) অনুসারে মঙ্গলবাণী প্রচার করতে পারে। নিজ জীবন ও সংঘবদ্ধ জীবনে কার্যক্ষমতা, মননশীলতা, যা নির্জনতা এবং প্রার্থনার জীবন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

ক্যারিজম (দানশীলতা) হল আধ্যাত্মিক উপহার যা ঈশ্বর ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে মণ্ডলীর সেবার জন্য বিনামূল্যে প্রদান করেন। "নানা দিব্য দান আছে, তবে যিনি তা দিয়ে থাকেন, সেই পবিত্র আত্মা কিন্তু এক" *(১ম করি. ১২:৪)*। "ঐশ আত্মাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রত্যেককে দেওয়া হয় সকলেরই মঙ্গলের জন্য" *(১ম করি. ১২:৭)*। প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই ঈশ্বরের প্রতি ও যাদের সেবা করার জন্য তারা আহ্বান পেয়েছে, তাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা ফিরিয়ে দেওয়ার একটি ক্যারিজম (দানশীলতা) অনন্য উপায় রয়েছে।

উৎসর্গীকৃত জীবন (Consecrated Life) ও সংঘ (Community):- ঈশ্বর এবং তাঁর মণ্ডলীকে ভালোবাসা এবং সেবা করার জন্যে দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিকে একটি বিশেষ উপহার দেওয়া হয়। এই উপহার এমনভাবে যা ঈশ্বরের অগাধ প্রেম এবং সেবার প্রতি তাদের সমগ্র জীবনের স্বেচ্ছাসেবী এবং ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি দাবি করে। পবিত্র জীবনের আহ্বানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসায় নিজেকে এমনভাবে উৎসর্গ করার ইচ্ছা, যা ঈশ্বরের সাথে মিলনের সাধনা যেকোনো কিছুই বা যে কারো পক্ষেই বাঁধা হতে পারে না। এই আহ্বান এবং প্রতিশ্রুতিকে "পবিত্র জীবনের প্রতি পেশা" বলা হয়।

একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এমন একদল নর বা নারীকে একত্রিত করেন যারা একই রকমের দয়ালু মনোভাবাপন্ন এবং মণ্ডলীর একই লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ। এগুলি হল ব্রতধারী পুরোহিত এবং নর-নারীর ধর্মীয় সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকরা তাদের লক্ষ্য অনুসারে পরিবর্তিত হন।

সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার আধ্যাত্মিকতা, দয়া এবং শিক্ষা গ্রহণকারী সম্প্রদায়গুলিতে বসবাসকারী পুরোহিত, ভাই বা বোনেরা তাদের জীবনযাত্রাকে ধর্মীয় জীবন বলে। এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা দারিদ্র্য, সতীত্ব এবং আনুগত্যের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে যিশুকে অনুসরণ করে। ঈশ্বর এবং তাঁর লোকেদের প্রতি নিজেদের দান করার মাধ্যমে তারা পবিত্রতায় বেড়ে ওঠে।

উপসংহার:- উৎসর্গীকৃত জীবনে ব্যক্তি ঈশ্বরের ভালোবাসার উপহার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যিশুকে অনুসরণ করে পবিত্র আত্মায় অবগাহিত হয়ে নিজের জীবনে ঈশ্বরের গৌরব ও মণ্ডলীর সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে জন মানুষের সেবার তরে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও স্বীকৃতিতে, মঙ্গলসমাচারের সুমন্ত্রণায় এবং নিজ ধর্মসংঘের সংবিধান অনুসারে পবিত্র হওয়ার সাধনায় আনন্দে জীবন যাপন করে। উৎসর্গীকৃত জীবনে যিশুই অনুপ্রেরণার উৎস, যিনি সর্বদাই আমাদের সাথে আছেন ও মঙ্গলবাণী ঘোষণার জন্য আহ্বান করেন। এসো, আমাকে অনুসরণ কর।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে নিবেদিত জীবনের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

১. প্রারম্ভিকতা: নিবেদিত জীবন একটি ভালোবাসার আহ্বান ও পবিত্র উপহার। নিবেদিত জীবন মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণায় সংঘবদ্ধ জীবন। নিবেদিন বা উৎসর্গীকৃত জীবনের অর্থ হল নিবেদন, কারো উদ্দেশে দান, কোন কিছু বা কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বর কর্তৃক নিজের জন্য আলাদা করে রাখা বা পৃথক করে রাখা। নিবেদিত জীবনে সন্ন্যাসব্রতীদেরকে ঈশ্বরের জন্য আলাদা করে রাখা হয়। নিবেদিত জীবন আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বর পবিত্র; তাঁকে অনুসরণ করার জন্য জগতের সকল মোহ-মায়া, ভোগ-বিলাস, জৌলুস ত্যাগ করতে হয় এবং তাঁর পথে নিষ্ঠার সাথে চলতে হয়। আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশুই প্রথম নিবেদিত ব্যক্তি এবং নিবেদিত জীবনের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। ধন্যা কুমারী মারীয়া এবং সাধু যোসেফ তাঁকে জেরুসালেম মন্দিরে নিবেদন করেছিলেন। তাই তাঁকে অনুসরণ করেই নিবেদিত জীবন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। খ্রিস্টমণ্ডলী এবং নিবেদিত জীবন এমনভাবে একে অপরের সাথে জড়িত যে, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব যেন কল্পনা-ই করা যায় না। খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্মলগ্ন থেকেই নিবেদিত ব্যক্তিগণ মণ্ডলীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিবেদিত ব্যক্তিগণ মণ্ডলীর অংলকারস্বরূপ এবং তাদের মধ্য দিয়েই মানুষ ঈশ্বরের আরো নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে। নিবেদিত জীবনের কর্ম, সাধনা, সেবা ও আত্মত্যাগ সর্বজনীন। তারা সর্বদা নিবেদিত থেকে ঈশ্বরের অভিপ্রায় জগত ও মণ্ডলীর কাছে প্রকাশ করেন।

২. মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণায় নিবেদিত জীবন: নিবেদিত জীবন মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণানুযায়ী অনুপ্রাণিত ও যাপিত জীবন। মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণা অনুসারে দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্য জীবনের নির্যাসে জীবন যাপনের মাধ্যমেই নিবেদিত জীবনের মাহাত্ম্য সাধিত হয়। মণ্ডলীতে উৎসর্গীকৃত জীবন হল পবিত্রতা, ভালোবাসা ও সেবাকাজের দৃশ্যমান চিহ্ন। "তোমরা আমার সঙ্গে চলো" *(মিথি ৪:১৯)*, প্রভু যিশুর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিবদিত ব্যক্তিগণ আন্তরিকভাবে যিশুখ্রিস্টকে অনুসরণ করেন। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলে বলা হয়ছে, "সম্পূর্ণ জীবনের আত্মনিবেদনের দ্বারা আগ্রহভরে তারা যতই খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত হন, মণ্ডলীর জীবন ততই সমৃদ্ধতর হয় এবং প্রৈরিতিক কাজ ততই ফলপ্রসূ হয়। ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীগণ মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত কৌমার্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতার যে তিনটি ব্রত পালন করেন সে বিষয়ে খ্রিস্ট নিজেই শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজের জীবনে তার আদর্শ রেখে গেছেন।" নিবেদিত ব্যক্তিগণ তিনটি ব্রত ঈশ্বর ও মণ্ডলীর প্রয়োজনে জগত ও মানুষের সেবার জন্য এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রহণ, ধারণ ও পালন করে থাকেন।

২.১ কৌমার্য ব্রত: নিবেদিত জীবনে কৌমার্যতা ভালোবাসার মানুষ হওয়ার এক সৃজনশীল ও সম্ভাবনাময় জীবনাবস্থা। এই ব্রতের মাধ্যমে যিশু আমাদের ভালোবাসার মানুষ হওয়ার আহ্বান করেন। কৌমার্য জীবনের সৌন্দর্য হল সকল প্রকার প্রতিকূলতা গ্রহণ করে ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসা। ভোগবাদী ও জাগতিক সুখ ও আনন্দকে বাদ দিয়ে প্রভু যিশুর ভালোবাসায় জীবন যাপন করা। কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করে কোন ব্রতধারী ঈশ্বরের অপূর্ব উপহার যৌন তাড়না, বিবাহিত জীবনের বাসনা, মাতা-পিতা হবার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অনুভূতিহীন হয়ে যান না বরং তারা স্বর্গরাজ্যের জন্য পবিত্র কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করে সৎ, স্বাধীন, সহজলভ্য ও সর্বজনীন জীবন যাপন করেন। তারা ত্যাগস্বীকার ও ইন্দ্রিয় দমনে যত্নবান। প্রভু যিশু বলেন, "এমন মানুষও আছে, যারা স্বর্গরাজ্যের জন্যে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না ব'লেই সংকল্প নিয়েছে" *(মথি ১৯:১২)*। কৌমার্য ব্রত সম্বন্ধে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলে 'সন্ন্যাস-জীবনের সময়োপযোগী নবায়ন' বিষয়ক নির্দেশনামায় ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "স্বর্গরাজ্যের কারণে সন্ন্যাসব্রতীগণ যে শুচিতা ব্রত গ্রহণ করেন তাকে একটি অসাধারণ অনুগ্রহদান বলে শ্রদ্ধা করতে হবে। এটি মানুষের হৃদয়মনকে অনন্যরূপে মুক্ত ক'রে দেয়, যার ফলে তিনি ঈশ্বর ও সকল মানুষকে অধিকতর নিষ্ঠার সাথে ভালোবাসতে সক্ষম হন। শুচিতা বা কৌমার্য তাই স্বর্গীয় সম্পদের এক মহান নিদর্শন এবং সন্ন্যাসব্রতীদের জন্য ঈশ্বরের সেবায় ও প্রৈরিতিক কাজে সহজভাবে আত্মনিয়োগ করার উৎকৃষ্টতম পন্থা। সন্ন্যাসব্রতীগণ এভাবে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে মণ্ডলী ও তাঁর একমাত্র পতি খ্রিস্টের মধ্যে অত্যাশ্চার্য বিবাহবন্ধনের সাক্ষ্য দান করেন।" তাই ব্রতীয় জীবনে বিশ্বস্তভাবে সাড়া দিতে গিয়ে সন্ন্যাসব্রতীদের প্রভু যিশুর কথায়ই বিশ্বাস করতে হবে এবং নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের চেয়ে বরং ঈশ্বরের উপরই পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে।

২.২ দরিদ্রতা ব্রত: নিবেদিত জীবনে দরিদ্রতা ব্রত হল খ্রিস্টকে মনে-প্রাণে অনুসরণ ও অনুকরণ করার আরেকটি পবিত্র ব্রত। এই ব্রতের মাধ্যমে সন্ন্যাসব্রতীগণ সেই খ্রিস্টেরই দারিদ্র্যে অংশগ্রহণ করে, যিনি পরম ধনবান হয়েও আমাদের জন্য দরিদ্র হয়েছিলেন, যেন তাঁর দরিদ্রতায় আমরা ধনবান হয়ে উঠি *(দ্র: ২ করি ৮:৯; মথি ৮:২০)*। নিবেদিত জীবনে দরিদ্রতা ব্রতের দাবি দ্বিমুখী- আত্মিক দরিদ্রতা এবং জাগতিক দরিদ্রতা। আত্মিক দরিদ্রতা হচ্ছে অন্তরের নম্রতা ও দীনতা। অন্তরের দৈন্যতার মাধ্যমে একজন ব্রতধারীকে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি ও দুঃখ-কষ্টকে আনন্দমনে গ্রহণ করতে সাহায্য করে ঈশ্বর-নির্ভরশীলতার মাধ্যমে। তখন জগতের ধনসম্পদ তার কাছে গৌণ হয়ে পড়ে আর ঐশরাজ্য হয়ে ওঠে একান্ত অভিলাষ। প্রভু যিশু বলেন, "অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা-স্বর্গরাজ্য তাদেরই" *(মথি ৫:৩)*। নিবেদিত ব্যক্তিগণ জাগতিক ভাবেও নিরাসক্ত জীবন যাপন করতে আহূত। তারা ধনসম্পদের উপর ব্যক্তিগত অধিকার ত্যাগ করেন এবং প্রয়োজনীয় সবকিছুর জন্য সংঘের উপর নির্ভরশীল থেকে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। এই বিষয়ে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলে 'সন্ন্যাস-জীবনের সময়োপযোগী নবায়ন' বিষয়ক নির্দেশনামার ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "দরিদ্রতা ব্রত পালনের অর্থ শুধু কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ধন-সম্পদের ব্যবহার করা নয় বরং এর অর্থ আরো ব্যাপক। ব্যবহারিক জীবনের যেমন, অন্তরের প্রেরণায় বা মনেপ্রাণেও তেমনি সন্ন্যাসব্রতীদের দরিদ্র হতে হবে; তাদের ধন-সম্পদ সঞ্চিত করতে হবে স্বর্গধামে।" দরিদ্রতা ব্রতের মাধ্যমে একজন ব্রতধারী ব্যক্তিগত আত্মত্যাগ ও সংযম অনুশীলনের মাধ্যমে অতিন্দ্রিয় মূল্যবোধ ও স্বর্গীয় আনন্দের সহযোগে খ্রিস্টের অনুকরণে নিজের জীবন অন্যের সঙ্গে সহভাগিতা করেন।

২.৩ বাধ্যতা ব্রত: নিবেদিত জীবনে সন্ন্যাসব্রতীগণ তাদের আত্মবলিদানের প্রতীকরূপে বাধ্যতা ব্রতের মাধ্যমে নিজেদের ইচ্ছাকে পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেন। এভাবে তারা অধিকরতর স্থায়ী ও নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের মুক্তিদায়ী ইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত হন। প্রভুযিশু খ্রিস্ট, যিনি পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে এই জগতে এসেছিলেন *(দ্র: যোহন ৩:৩৪; হিব্রু ১০:৭)* এবং দাসের স্বরূপ গ্রহণ ক'রে *(দ্র: ফিলি*

২:৭) যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্য হতে শিখেছিলেন *(দ্রঃ হিব্রু ১০:৮)*, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সন্ন্যাসব্রতীগণ পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে কর্তৃপক্ষকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁদের বাধ্যতা ব্রত গ্রহণ ও পালন করেন। নিবেদিত জীবনে বাধ্যতা ব্রত মানে কেবল দাসের মত কর্তৃপক্ষের আদেশ বা নিয়মনীতি মেনে চলা নয় বরং সম্পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে ঐশ ইচ্ছায় আত্মনিয়োগ করা। "হে আমার ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পালন করাই আমার পরম সুখ; আহা, তোমারই বিধান রেখেছি হৃদয়-সিংহাসনে" *(সাম ৪০:৮)*। এজন্যই নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতীগণ মনের আনন্দে ও স্বাধীনভাবে মাণ্ডলিক রীতিনীতি, সংঘবিধি এবং কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ পালন করতে সদা সচেষ্ট থাকেন। বাধ্যতা ব্রতের সাথে স্বাধীনতার কোন বিরোধ নেই। বাধ্যতা ব্রত ব্রতধারীদের নিকট প্রতিনিয়ত ঈশ্বর, সংঘ-সদস্য ও অন্যান্য মানুষের সাথে ভালোবাসার সংলাপ ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক দাবী করে, "তোমরা আমার বন্ধু; অবশ্য আমি তোমাদের যা করতে বলছি, তোমরা যদি তা-ই করো" *(যোহন ১৫:১৪)*।

৩. মণ্ডলীতে নিবেদিত জীবনের আধ্যাত্মিকতা ও সৌন্দর্য: আধ্যাত্মিকতা হল মানুষের আত্মা সম্বন্ধীয় বিষয়। আধ্যাত্মিকতার মধ্যে প্রধান বিষয়টি হল 'আত্মা'। যা কিছু আত্মা থেকে জাত বা আত্মা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে তাই আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকা হল পূর্ণ মুক্তির লক্ষ্যে আত্মার চলাচল ও কাজ। তাই মানুষের মাঝে আত্মার কাজ ও চলাচলকে অর্থাৎ আত্মার পরিচালনায় মানুষের জীবন ও আচরণকে আধ্যাত্মিকতা বলা যায়। আর খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা হল বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি হিসেবে খ্রিস্টভক্তদের সাড়া দেওয়ার জীবন। সর্বোপরি, মানুষের কাছে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ও তাঁর সাথে মিলন লাভের নিমন্ত্রণ মানুষ যেভাবে গ্রহণ করে ও সাড়া দেয় এবং খ্রিস্টের জীবন ও শিক্ষায় যেভাবে জীবন যাপন করে তা-ই খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা। নিবেদিত জীবনের আধ্যাত্মিকতার উৎস ও আদর্শ স্বয়ং প্রভু যিশুখ্রিস্ট। তিনি তাঁর প্রতিদিনকার জীবনে নিবেদিত জীবনের গভীর অর্থ প্রকাশ করেছেন। নিবেদিত ব্যক্তিদের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে তিনটি ব্রত গ্রহণ না করেও তিনি ব্রতীয় জীবনের তিনটি মূল্যবোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তাই আজ নিবেদিত ব্যক্তিগণ প্রভু যিশুর দেখানো পথ অনুসরণ করে মণ্ডলীতে তাদের জীবন ও কর্মের নির্যাস বিলিয়ে যাচ্ছেন।

৩.১ খ্রিস্টের সমরূপ হওয়া: নিবেদিত জীবনের একটি প্রধান আধ্যাত্মিক উপাদন হল খ্রিস্টের সমরূপ হওয়া। নিবেদিত ব্যক্তিগণ সর্বদা চেষ্টা ও প্রত্যাশা করেন যেন ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ জীবনের প্রতিটি দিকেই খ্রিস্টের আদর্শ বিকশিত হয়। কেননা এই দৃঢ় ভিত্তির উপর গ্রথিত হলেই দেহ, মন ও আত্মার রূপান্তর ঘটে। তবে এই সমরূপতা কেবল একটি মাত্র উপলক্ষ্য বা ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একে পরিব্যপ্ত হতে হয় জীবনের প্রত্যেকটি দিনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে। কেননা এই সমরূপতাকে পূর্ণতা পেতে হবে, এর কোন ব্যতিক্রম থাকতে পারেনা। পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ধন্য বাসিল আন্তনী মরো তাঁর একটা ধর্মোপদেশে সংঘের সভ্যদের উদ্দেশে বলেছেন, "তুমি যেকোন অবস্থানে এবং জীবনের যেকোন পরিস্থিতিতেই থাক না কেন, তুমি তোমার আদর্শ খ্রিস্টের দিকে তাকাও আর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করো। একথা নিশ্চিত জেনে রেখো যে, তাঁর অনুকরণ করে তুমি পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হবেই এবং পরিত্রাণ পেতে পারবেই। কেননা যিশু খ্রিস্টের সাথে গৌরবের পর্যায়ে পৌঁছতে হলে আমাদেরকে খ্রিস্ট যিশুর মতই হতে হবে।"

৩.২ অবিরাম প্রার্থনা ও বিশ্বাসে বলীয়ান: নিবেদিত জীবনে ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ প্রার্থনা ও বিশ্বাসে বলীয়ান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান বিষয়। খ্রিস্টীয় প্রার্থনা নিবেদিত জীবনকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত রাখে। ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে সহায়তা করে। সন্ন্যাসব্রতীদের জীবনে অদ্ভুত কিছু করা বা অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করার মধ্যে প্রার্থনা নির্ভর করে না বরং প্রার্থনায় প্রকাশ পায় ঐশ অনুগ্রহ ও বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন। প্রার্থনা পবিত্রতার একটি উত্তম পথ। এই পথেই সাধু-সাধ্বীগণ খ্রিস্টীয় পূর্ণতার চরম স্তরে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। প্রার্থনা নিবেদিত ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করে, জগত ও জীবনের সাধারণ কর্তব্যগুলো যথাসম্ভব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে। তাই খ্রিস্টের শিক্ষা ও ঐশ বিধানকে নিবেদিত জীবনের সার্বক্ষণিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হয়, "জেগে থাকো তোমরা, সব সময় প্রার্থনা-ই কর... যেন মানবপুত্রের সামনে দাঁড়াবার মত মনের ভরসা তোমরা পেতে পার" *(লুক ২১:৩৬)*। সন্ন্যাসব্রতীয় জীবনে তাই পারস্পরিক মিলন ও শান্তির জন্য প্রত্যেক সদস্যের জীবন বাণী এমন হতে হয়, "আমি সব সময় তা-ই করি, যা তাঁর কাছে সন্তুষ্টিজনক" *(যোহন ৮:২৯)*। নিবেদিত জীবন মণ্ডলীর সৌন্দর্য, মণ্ডলী হল খ্রিস্টের দেহ আর খ্রিস্ট হল সেই দেহের মস্তকস্বরূপ। প্রভু যিশু বলেন, "আমিই দ্রাক্ষালতা, আর তোমরা আমার শাখা-প্রশাখা; যে আমাতে থাকে এবং আমি যার মধ্যে থাকি সে প্রচুর ফলে ফলবান হয়ে উঠবে; কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না" *(যোহন ১৫:৫-৬)*। এজন্য সন্ন্যাসব্রতীগণ সর্বদা প্রার্থনা ও বিশ্বাসে বলীয়ান থেকে খ্রিস্টকে অনুসরণ করেন।

৩.৩ খ্রিস্টীয় ক্ষমা ও গ্রহণীয়তার মনোভাব: মানুষ মাত্রই ক্ষমাদান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে আহূত; কারণ ঈশ্বর নিজেই প্রথম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মানুষকে ক্ষমা করেছেন এবং ভালোবেসেছেন। আজ মানুষ মাত্রই যেন তাদের জীবন সংলাপ, জীবন সাধনা ও জীবনাদর্শে আরো বেশি ক্ষমাশীল হয়ে উঠতে পারে, ঈশ্বর তাই চান। মণ্ডলীতে নিবেদিত জীবনের ভিত্তিই হচ্ছে ক্ষমা করা, ক্ষমা দেওয়া এবং ভ্রাতৃপ্রেমে জীবন যাপন করা। মাণ্ডলিক ও পারিবারিক সকল প্রৈরিতিক ও সংস্কারীয় সেবা হলো ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেমের জীবন্ত সাক্ষ্য। খ্রিস্টমণ্ডলীর কোন সত্য ও কর্মপ্রয়াস কখনো ক্ষমা ও ভালোবাসা বিমুখ নয়। এই ক্ষমা ও ভালোবাসা অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রেমই খ্রিস্টীয় জীবন তথা নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য। কেউ যখন কাউকে ক্ষমা করে, তখন তাকে গ্রহণ করে; আর গ্রহণ করার অর্থই হল ভালোবাসা। ক্ষমা না করার ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রভু যিশু বলেন, "বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যই তো ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলে। তেমনি বিবাদে বিভক্ত কোন শহর বা পরিবার কখনো টিকে থাকতে পারে না" *(মথি: ১২:২৫)*। ঈশ্বরের ভালোবাসার মধ্যেই নিহিত আমাদের পাপের ক্ষমা আর প্রভু যিশুর মধ্য দিয়েই আমরা সেই ক্ষমা বুঝতে পেরেছি। প্রভু যিশু নিজে তাঁর হত্যাকারীদের ক্ষমা করেছেন এবং আমাদেরকে সত্তরগুণ সাতবার ক্ষমা করার নির্দেশও দিয়েছেন, "আমি বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তরগুণ সাতবার ভাইকে ক্ষমা করতে হবে" *(মথি: ১৮:২২)*। নিবেদিত জীবনে পারস্পরিক মিলন ও শান্তি নবায়নের জন্য প্রভু যিশুর জীবন ও বাণী ক্ষমা অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত করে।

৩.৪ নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বন্ধন প্রতিষ্ঠা: ভালোবাসার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের ভালোবাসার অনুভূতিগুলোর মধ্যেই তার ভালোবাসার পরিচয় মেলে। সাধু আগস্টিন বলেন, "যদি তুমি জগতকে ভালোবাস, তাহলে তুমি জগতেরই রইলে; আর যদি তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাস, তাহলে তুমি ঈশ্বরের অনুরূপ হয়ে উঠলে।" প্রভু যিশুর নির্দেশ অনুসারে ভালবাসার মধ্যে সবসময় একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়; তা হল ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসা। নিবেদিত জীবন সেই ভালোবাসা চর্চা ও প্রতিষ্ঠার একটি সুন্দর ক্ষেত্র। ভালোবাসা পরস্পরের মধ্যে আনন্দ, মিলন শান্তি বৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী করে। সাধু পল বলেন, "আমি যদি মানুষদের ও স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলতে পারি, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালোবাসা, তাহলে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতাল ছাড়া আর কিছুই নই! আর আমি যদি প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করতে পারি,

যদি উপলব্ধি করতে পারি সমস্ত রহস্যাবৃত সত্য, জানতে পারি ধর্মজ্ঞানের সমস্ত কথা, যদি আমার অন্তরে থাকে পর্বত সরিয়ে দেবার মত পূর্ণ বিশ্বাস, অথচ না থাকে ভালোবাসা... তাহলে তাতে আমার কোন লাভই নেই" *(১ করি ১৩:১-৩)*। আদি মণ্ডলী বিশ্বাসী সমাজ মনেপ্রাণে এক ছিল। তাদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী নিবেদিত জীবন অবিরাম প্রার্থনা ও সংঘবদ্ধ জীবন-রসে পরিপূর্ণ। মঙ্গলবাণীর শিক্ষা ও পবিত্র উপাসনা, বিশেষ করে খ্রিস্টপ্রসাদীয় মিলন-ভোজের দ্বারা তারা পরিপুষ্ট হন।

৩.৫ প্রাত্যহিক প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জ জয়: নিবেদিত জীবনের পথে চলতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জ আসলে তা জয় করা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। এজন্য নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতীগণ সব সময় স্মরণ রাখেন, প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে ঈশ্বর ও মানুষের প্রয়োজনে তাদের নিবেদিত জীবন আরো খাঁটি হয়; নতুন শক্তি, নতুন উদ্যম, নতুন সাহস ও গুণাবলী অর্জিত হয় এবং তাতে সংঘবদ্ধ জীবনে একে অন্যকে আরো ভালমত জানতে, বুঝতে ও ভালোবাসতে পারে। যেখানে নাজারেথের পবিত্র পরিবারে, বিশেষ ক'রে যিশু-মারীয়া-যোসেফের জীবনে বারংবার প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জ এসেছে; সেখানে সাধারণ মানব জীবনে প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জ আসাটা নিতান্তই স্বাভাবিক। মরুভূমিতে চল্লিশ দিন-রাত অবস্থানকালীন সময়ে প্রভু যিশু তাঁর জীবন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে প্রলোভন, লোভ ও চ্যালেঞ্জের সময় ধৈর্য ধরে তা মোকাবেলা করতে এবং জয়ী হতে হয়। প্রভু যিশুর এই নির্দেশ মেনে চললেই নিবেদিত ব্যক্তিগণ সগৌরবে সকল প্রকার প্রলোভন ও চ্যালেঞ্জের সময় মা মারীয়ার মত বলতে পারবে, "আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান; আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরের কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত" *(লুক ১:৪৬)*!

৩.৬ আত্মত্যাগ ও সেবার মনোভাব: নিবেদিত জীবনে একটি অত্যন্ত সুন্দর বিষয় হল একে অন্যের জন্য আত্মত্যাগ ও সেবা করা। এই দু'টি বিষয় নিবেদিত জীবনকে এক অনন্য মর্যাদায় নিয়ে যায়। আত্মত্যাগ ও সেবার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় একে অন্যের জন্য তাদের ভালোবাসা, দরদবোধ, সহযোগিতা ও শুভ-চিন্তা। এজন্য প্রয়োজন নিবেদিত জীবনের মন্দ প্রবণতাগুলো, যা তাদের সন্ন্যাসব্রতীয় জীবনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়; সুদৃঢ়ভাবে সেগুলো মোকাবেলা ও নিয়ন্ত্রণ করা। কেননা মানুষের হৃদয় মন্দতায় পরিপূর্ণ থাকলে কখনোই অন্যের জন্য আত্মত্যাগ করা সম্ভবপর হয় না। আর আত্মত্যাগ ও সেবার মনোভাব ছাড়া যথাযথভাবে কেউ নিজের কর্তব্যও পালন করতে পারে না; সদগুণের চর্চাও তখন হয়ে ওঠে না। প্রভু যিশু নিজেও বারবার আত্মত্যাগ করেছেন; তিনি ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও মানুষ হয়ে মানুষকে সেবা করতে এই জগতে এসেছেন। যেন মানুষ তাঁকে ও তাঁর বাণীকে আপন করে পেতে পারে। মানুষ যেন তাঁকে জানতে ও ভালোবাসতে পারে। প্রভু যিশু বলেন, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" *(মথি ১৬:২৪)*।

৩.৭ ঐশ পরিকল্পনায় নির্ভরতা ও সাড়াদান: নিবেদিত জীবনে একটি অন্যতম আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য হলো ঐশ নির্ভরতায় আস্থা রাখা ও তাতে সাড়াদান। ঈশ্বর নিবেদিত ব্যক্তিদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে ঐসব মুহূর্তগুলোর মধ্য দিয়ে তাদের তত্ত্বাবধান করেন এবং যত্ন নেন। নিবেদিত যে কোন ব্যক্তি বা সাধু-সাধ্বীর জীবনে আমরা দেখি, অন্য সব বিষয়ের চেয়ে তাঁরা ঐশ নির্ভরতার প্রতি বিশ্বাস ছিল সবচেয়ে গভীর। তাদের জীবনে বিভিন্ন রকমের উভয় সঙ্কট আর চরম বিপর্যয় এসে বাঁধা সৃষ্টি করলেও কোন কিছুই তাদেরকে টলাতে পারেনা। ঐশ নির্ভরতায় সাড়াদান সম্পর্কে সাধ্বী মাদার তেরেজা বলেন, "আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ঐশরিক আস্থা অজস্র চালিকাশক্তি যুগিয়েছে আর আমাকে দিয়েছে প্রচুর সান্ত্বনা। আমার সান্ত্বনা এতই যে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে আহ্বান করা থেকেও বিরত থাকি। একই সাথে তোমাদের পুরো ভবিষ্যতটা যেন আমি ঈশ্বরের হাতেই ছেড়ে দিই এবং যা কিছু পার্থিব বিষয় দুঃচিন্তা বাড়ায় সেগুলো থেকে যেন দূরে থাকি।"

৪. শেষকথা: নিবেদিত জীবন খ্রিস্টমণ্ডলীর অলংকারস্বরূপ। তারা খ্রিস্টের প্রেমপূর্ণ সেবায় জগতে হৃদয়-মন ও সর্বশক্তি নিবেদন করেন। তারা তাদের জীবন ও জীবনের সকল কর্মের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টকেই হৃদয়াঙ্গম করে থাকেন। ঐশ অনুগ্রহ ছাড়া নিবেদিত জীবন অকল্পনীয়। কেননা তারা তাদের সমস্ত ভোগ-বিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য, জাগতিক লোভ-লালসা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে খ্রিস্টের জীবন ও কর্মের চিহ্ন ও প্রাবক্তিক বাণী হয়ে ওঠেন। যা প্রভু যিশু নিজেই ব্যক্ত করেছেন, "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে, বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত ক'রে দিতে এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে" *(লুক ৪:১৮-১৯)*। প্রত্যেকজন নিবেদিত ব্যক্তি সর্বাগ্রে ও সর্বোপরি একমাত্র ঈশ্বরকেই অনুসন্ধান করেন; তেমনি প্রেমপূর্ণ প্রৈরিতিক সেবাকাজেও তারা নিষ্ঠাবান থেকে খ্রিস্টের মুক্তিকর্মের অংশীদার হয়ে ঐশরাজ্য বিস্তারের কাজে সহযোগিতা ও জীবন উৎসর্গ করেন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল ও খ্রিস্টিয়াঁ মিংঙো: মঙ্গলবার্তা বাইবেল *(নবসন্ধি)*, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫।

২. *কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা*, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ২০১৪।

৩. *দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহ*, কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯৯০।

৪. কস্তা, ফাদার বেঞ্জামিন সিএসসি (অনু.): *উৎসর্গীকৃত জীবন* (*Vita Consecrata*), বি.সি.আর, সাভার, ১৯৯৮।

৫. পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধান।

বই মেলার সংবাদ ++ বই মেলার সংবাদ +++ বই মেলার সংবাদ

জাতীয় গ্রন্থমেলা ২০২৫ এ আমার ১১টি লিখিত বই বিভিন্ন স্টলে পাওয়া যাচ্ছে। সুপ্রিয় পাঠক সমাজের জ্ঞাতার্থে

১) আমার দেখা মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১

২) মা

৩) যুদ্ধ জয়ের গল্প

৪) সালাম মুক্তিযোদ্ধা

৫) নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের গল্প

৬) সেকাল-একাল, শিরীন পাবলিকেশন্স, স্টল নং ২০৪/২০৫।

৭) অরুণোদয়ের গল্প-- অন্য প্রকাশ।

৮) বাবা- বিবেক মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন, লিটিল ফ্লাওয়ার স্টল

৯) বাড়িয়ার গণহত্যা

১০) মুক্তিযুদ্ধে কালীগঞ্জ

১১) শিক্ষক-ছাত্র - তরফদার প্রকাশনী স্টল নং ৪৭৬/৪৭৭।

আসুন বই কিনি ও বই পড়ি এবং বই উপহার দেই এ আলোকে পাঠক সমাজকে বই কিনার অনুরোধ করতে বই পাঠে জ্ঞান চর্চার আহ্বানে।

লেখক আলেক রোজারিও
ফ্রান্স প্রবাসী।

বিজ্ঞ/৩৭/২৫

আহ্বান-নিবেদিত জীবন ও সেবাকাজ

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

"এসো আমায় অনুসরণ কর" প্রভু যিশুর এ ডাকে সাড়া দিয়ে সেবাকাজের মধ্যদিয়ে নিবেদিত হওয়া আহ্বান জীবনে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। স্বয়ং যিশু এ জগতে এসেছেন মানুষের সেবা ও মুক্তির জন্য। তিনি মানুষের পাপময় জীবন ত্যাগ করে ভালো ও সৎ জীবনযাপন ও প্রতিবেশি ভাই-বোনদের প্রতি নিজ দায়িত্ব পালন করে স্বর্গে যাওয়ার অধিকারী হওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। যিশু সেবা কাজ, কথা ও জীবন দিয়ে মানুষদের শিখিয়েছেন ও পথ দেখিয়েছেন, যা আমরা দেখি ও শিক্ষা লাভ করি আমাদের অনুকরণীয় বা আদর্শ পিতা-মাতা, প্রতিবেশি বা গুরুজনদের কাছ থেকে। আমাদের আহ্বান জীবনের পিছনে বাবা-মা অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের, শিক্ষক, সেমিনারী ও কোন ফাদার বা ব্রাদারদের অবদান অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারাই আহ্বান জীবনে প্রবেশ ও সাড়া দানের জন্য বিভিন্নভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন আমাদের।

নিবেদিত জীবনে উৎসাহ উৎসর্গীত ব্যক্তিগণ এ সমাজেরই মানুষ, যা যিশু নিজেই বলেছেন, "যারা অজ্ঞ, যারা পথভ্রান্ত, তিনি তাদের সঙ্গে স্বভাবতই কোমল ব্যবহার করতে পারেন, কারণ তিনি নিজেও নানা দূর্বলতায় আচ্ছন্ন" *(হিব্রু ৫:২ পদ)*। সুতরাং বলা যায় যে, নিবেদিত জীবন হল একটি বিশেষ আহ্বান বা ডাক যা যিশুকে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে যিশুর মতন হতে সাহায্য করে। নিবেদিত জীবন হল যিশুময়। "এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নই বরং আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিস্টই জীবিত" *(ফিলিপ্পীয় ১:২১পদ)*। যাজক, সিস্টার ও ব্রাদারদের জীবনের এটাই বড় স্বার্থকতা যে, তিনি একজন মানুষ হয়েও খ্রিস্টের ভূমিকা পালন করেন। তারা একজন সাধারণ মানুষের হয়েও প্রার্থনা ও সেবা দিয়ে মানুষের আত্মিক ও শারীরিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে যান।

একজন যাজক, সিস্টার বা ব্রাদারদের জীবন তাঁর নিজের জন্য নয় বরং মণ্ডলী ও সমগ্র জগতের জন্য। একথা স্বীকার করেই তারা বিশপ ও সুপিরিয়রের কাছে লিখিত প্রতিজ্ঞা করে এ জীবনে প্রবেশ করেন। তারা যিশুর ঐশশক্তি ও কৃপার উপর নির্ভর করে, তাদের প্রার্থনা ও সেবায় নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করে থাকেন। তাই তারা খ্রিস্টের বাণী প্রচারক, খ্রিস্টের সেবক, তারা অন্যের জন্য নিবেদিত। একজন ফাদার, সিস্টার বা ব্রাদারদের জীবন যিশুময়। "এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নই বরং আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিস্ট জীবিত আছেন' *(গালাতীয় ২:২০ পদ)*। "আমার কাছে বেঁচে থাকা মানেই খ্রিস্ট" *(ফিলিপিয় ১: ২১ পদ)*। তাদের জীবন হল একটা বিশেষ ডাক, যিশুকে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে বা যিশুর মতন হওয়ার। অর্থাৎ তাদের জীবনের স্বার্থকতা এই যে, সে দুর্বল মানুষ হয়েও খ্রিস্টের ন্যায় সেবা করার অধিকার পেয়ে থাকেন।

একজন "নিবেদিত" ব্যক্তি, খ্রিস্টের নামে তার ভক্তজনগণের সাথে জীবন সহভাগিতা করেন। একজন অভিষিক্ত বা ব্রতধারী-ব্রতধারিণী, তার প্রতিদিনকার চিন্তা, প্রার্থনা ধ্যানে, ইচ্ছায়, অনুভূতিতে ও জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের সাথে একাত্মতার পাশাপাশি ভক্তজনগণের সহযোগিতাপূর্ণ মিলনবন্ধনে আবদ্ধ হন। যিশু বলেছেন, "আমি পথ, সত্য ও জীবন" *(যোহন ১৪: ৬ পদ)*। জনগণকে মুক্তিদায়ী যিশুর পথে ধাবিত করতে ও ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হওয়ার জন্যে সহযোগিতা দান করেন। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছেন। আর পুত্র যিশু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এবং মানুষকে ভালোবেসে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন। অপর খ্রিস্ট হিসেবে তারাই ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক হয়ে সকল স্তরের মানুষকে ভালোবাসতে হবে যেন তাঁর একজন মানুষও পথভ্রষ্ট না হয়।

যিশু বার বার বলেছেন যে "মানবপুত্র তো সেবা পাবার জন্যে আসেনি; সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে" *(মার্ক ১০: ৪৫ পদ)*। "নিবেদিত ব্যক্তিগণ" সেবা কাজের সকল স্তরের মানুষকে সেবা প্রদান করে। তাদের বড় পরিচয় হলো, তারা হলেন একজন খ্রিস্টের সেবক। অপর খ্রিস্ট হিসাবে তারা তাদের আরাম আয়েশ বাদ দিয়ে অন্যদের সেবা কাজে সর্বদা ব্রতী হয়।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহে বলা হয়েছে যে, "তারা খ্রিস্টেতে ভ্রাতৃ গণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, ঠিক যেভাবে খ্রিস্ট পিতার প্রতি বাধ্য হয়ে ভ্রাতৃগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং অনেকের মুক্তির জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এভাবেই তারা মণ্ডলীর সেবাকাজের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হন এবং খ্রিস্টেরই পূর্ণতা পরিপূর্ণভাবে লাভ করার জন্য সাধনা করেন (সন্ন্যাস জীবনের সময়োপযোগী নবায়ন, ধারা ১৪, পৃ:২৬৭)। একজন "উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি এ জগতে বাস করেও তাদের জীবন ও কর্মদ্বারা খ্রিস্টের ভালোবাসা ও সেবার আদর্শ পৃথিবীতে নামিয়ে আনেন। এটি একটি অসাধারণ কাজ তাদের মধ্যদিয়ে হয়ে থাকে। খ্রিস্ট সমাজ হল মিলন সমাজ। একজন সাধারণ মানুষ হয়েও জনগণকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যাতে করে তারা খ্রিস্টমণ্ডলীতে এক মিলন সমাজ হিসাবে জীবনযাপন করতে পারে। এই মহান দায়িত্ব স্বয়ং খ্রিস্ট থেকে পেয়েছেন।

যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বর ও মানুষ। আর মানুষ হিসাবে তাঁর মধ্যেও মানবতা বা দয়ায় কাজ করেন। লাজারের মৃত্যুতে তিনি কেঁদেছিলেন। বিধবার কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি বিধবার একমাত্র পুত্রকে জীবন দিয়েছেন। এই রকম আরো অনেক ঘটনা আমরা বাইবেল থেকে জানতে পারি। অপর খ্রিস্ট প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের সহমর্মি হতে হয়। মানুষের প্রতি মুহূর্তে তাদের পাশে উপস্থিতি কামনা করে। তাই মানুষের কষ্ট-দুঃখে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, কষ্টে সান্ত্বনা, অভাবে সাহায্য এবং আরো বিভিন্নভাবে তাদের প্রতি ফাদার, সিস্টার ও ব্রাদারদের ভালোবাসা, সহমর্মিতা প্রকাশ করা প্রয়োজন। সেই জন্য বলা হয় যে, মানুষের জন্যই ঈশ্বর তাদের বিশেষ আহ্বান বা বিশেষভাবে ডাক দিয়ে থাকেন।

নিবেদিত জীবন সেবার তরে

নিবেদিত জীবনের আহ্বান হল যিশুকে পাওয়ার জন্য ও যিশুময় জীবনযাপন ও সেবাকাজ করার জন্য।

এই জীবনে এসে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ যে সকল দায়িত্ব পালন বা পালকীয় কাজ করবে তা যিশু নিজেই বলে গেছেন। যিশু বলেছেন, "আমি প্রকৃত মেষপালক। আমি আমার মেষগুলিকে জানি আর আমার মেষগুলি আমাকে জানে, ঠিক যেমন পিতা আমাকে জানেন আর আমিও পিতাকে জানি।

আমার মেষগুলির জন্যে আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছি। আমার এমন অন্য মেষও আছে, যারা এই ঘেড়ের মেষ নয়। আমাকে তাদেরও নিয়ে আসতে হবে। তারাও আমার কণ্ঠস্বর শুনবে; তখন হবে একটিমাত্র মেঘপাল আর একটি মাত্র মেষপালক *(যোহন ১০: ১৪ -১৬ পদ)*। যিশুর এ ডাকে সাড়া দিয়ে এক মন এক প্রাণ হয়ে পালকীয় দায়িত্ব পালন করা হল নিবেদীত ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের প্রধান ও প্রথম কাজ। কারণ ধর্মীয় জীবনযাপনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো যিশুকে অনুসরণ করা ও তাঁর শিক্ষা ও কথাকে পালকীয় কাজে রূপান্তর করা সেবা কাজের মধ্যদিয়ে।

নিবেদিত ব্যক্তিগণ ঐশবাণীর সেবাকর্মী: দীক্ষাস্নান অনুসারে আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলে ঐশবাণী প্রচার কর্মী। যিশু তো নিজেই তাঁর প্রেরিতশিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" *(মার্ক ১৬:১৫ পদ)*। অনেক মানুষ খ্রিস্টের বাণী শোনার অপেক্ষায় রয়েছে। নিবেদিত ভক্তজন পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের নিকট প্রভুর বাণী প্রচার করার দায়িত্ব নিয়ে থাকে। মঙ্গলবাণী ঘোষিত না হলে অন্যেরা তা শুনতে পাবে না এবং তাঁদের মধ্যে বিশ্বাসও জন্মাবে না। প্রেরিতশিষ্যদের লেখায় আমরা যেমন পাই, "বিশ্বাস জন্মায় বাণী প্রচারের ফলেই, আর বাণী প্রচার সার্থক হয় খ্রিস্টের আপন বাণীরই গুণে" *(রোমীয় ১০:১৭ পদ)*।

প্রার্থনাশীলতা: যিশু নিজে ঈশ্বর হয়েও কোন কাজ শুরু করার আগে পিতার কাছে প্রার্থনা করতেন এবং কাজের শেষে পিতাকে ধন্যবাদ জানাতেন। নিবেদিত জীবনে প্রার্থনা হচ্ছে এক অনন্য শক্তি। প্রার্থনা থেকে শক্তি পেয়ে তারা সেবা কাজ পরিচালনা করে থাকেন ও আগ্রহ পেয়ে থাকেন। তাই সকল সেবা কাজের পাশাপাশি নিয়মিত প্রার্থনা করতে হয়।

ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক হওয়া: ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছেন। আর পুত্র যিশু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এবং মানুষকে ভালোবেসে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন। অপর খ্রিস্ট হিসেবে একজন ফাদার, সিস্টার বা ব্রাদার ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক হয়ে সকল স্তরের মানুষকে ভালোবাসতে হবে, যেন তার একজন মানুষও পথভ্রষ্ট না হয়। প্রয়োজনে মানুষের জন্য নিবেদিত হওয়া।

সেবাকাজে নিয়োজিত থাকা: "মানবপুত্র তো সেবা পাবার জন্যে আসেনি; সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে" *(মার্ক ১০: ৪৫ পদ)*। এই পালকীয় কাজ সকল স্তরের মানুষকে সেবা প্রদান করা। নিবেদিত ব্যক্তির বড় পরিচয় হলো, তিনি হলেন একজন খ্রিস্টের সেবক। অপর খ্রিস্ট হিসাবে একজন ফাদার, সিস্টার বা ব্রাদার সবসময় নিজের আরাম আয়েশের চিন্তা বাদ দিয়ে অন্যদের সেবা কাজে সর্বদা ব্রতী হওয়া। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহ বলা হয়েছে যে, "তারা খ্রিস্টেতে ভ্রাতৃগণের সেবার আত্মনিয়োগ করেন, ঠিক যেভাবে খ্রিস্ট পিতার প্রতি বাধ্য হয়ে ভ্রাতৃগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং অনেকের মুক্তির জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এভাবেই তারা মণ্ডলীর সেবাকাজের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হন এবং খ্রিস্টেরই পূর্ণতা পরিপূর্ণভাবে লাভ করার জন্য সাধনা করেন (সন্ন্যাস জীবনের সময়োপযোগী নবায়ন, ধারা ১৪, পৃ:২৬৭)।

জনগণর সাথে এক হওয়ার আহ্বান: খ্রিস্ট সমাজ হল মিলন সমাজ। একজন নিবেদিত ব্যক্তির দায়িত্ব হল তার জনগণকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যাতে তারা খ্রিস্ট মণ্ডলীতে এক মিলন সমাজ হিসাবে জীবনযাপন করতে পারে। যে সমাজে থাকবে ন্যায্যতা, একতা, মিলন ও ভালোবাসা।

সহমর্মি হওয়া: যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বর ও মানুষ। আর মানুষ হিসাবে তাঁর মধ্যেও সহমর্মিতা কাজ করে। লাজারের মৃত্যুতে তিনি কেঁদেছিলেন। বিধবার কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি বিধবার একমাত্র পুত্রকে জীবন দিয়েছেন। এই রকম আরো অনেক ঘটনা আমরা বাইবেল থেকে যিশুর সম্বন্ধে জানতে পারি। অপর খ্রিস্ট হিসাবে একজন যাজকের মানুষের সহমর্মি হতে হয়। মানুষ প্রতি মুহূর্তে তাদের পাশে যাজকের উপস্থিতি কামনা করে। তাই মানুষের দুঃখে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, কষ্টে সান্ত্বনা, অভাবে সাহায্য এবং আরো বিভিন্নভাবে তাদের প্রতি ভালোবাসা, সহমর্মিতা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

সত্যের পক্ষে সাক্ষী হওয়া: যিশু বলেন, "দিতে এলাম সত্যের সাক্ষ্য"। যিশু অন্যায়ের কাছে কখনো মাথা নত করেননি। শয়তান বিভিন্নভাবে তাঁকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু জয়লাভ করতে পারেনি। একজন যাজককেও সর্বদা সত্যের পথে থাকতে হয়। তাঁরা সত্যের পক্ষে দৃঢ়বদ্ধ থাকতে হবে এবং সত্যের পক্ষে সর্বদা সাক্ষী হতে হবে। তা না হলে সমাজে বিশৃঙ্খল পরিবেশ বা সবার মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করবে।

আদর্শ গুরু বা শিক্ষক: যিশু নিজে ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক বা গুরু। তিনি কথায় নয় বরং কাজে সবাইকে শিক্ষা দিতেন। এই জন্যেই সবাই তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য পিছু পিছু ছুটে চলত।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহ বলা হয়েছে,"যারা পবিত্র অভিষেকের মাধ্যমে যাজক খ্রিস্টের অনুরূপতা গ্রহণ করছেন, তাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বন্ধুর মত খ্রিস্টের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। খ্রিস্টের নিস্তার রহস্যে তাদের এমনভাবে জীবনযাপন করা উচিত, যাতে তারা জানতে পারে তাদের উপর ন্যস্ত জনগণকে কিভাবে এই রহস্যের সাথে পরিচিত করানো যায়" (আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপর অধিকার গুরুত্ব আরোপ, ধারা ৮, পৃ ১৮৬)।

সংলাপের মানুষ: যিশু ছিলেন সংলাপের মানুষ। তিনি শিষ্যদের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে সংলাপ করার শিক্ষা দিয়েছেন। যাজকদেরও সংলাপের মানুষ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভক্তজনগণের জন্য সর্বদা কথা বলার দরজা খোলা রাখতে হবে।

ভক্তজনগণের সাথে সহযোগিতা করা: অভিষিক্ত যাজকগণ খ্রিস্টের নামে তার ভক্তজনগণের সাথে জীবন সহভাগিতা করবেন। একজন অভিষিক্ত যাজক তার প্রতিদিনকার চিন্তা, ধ্যানে, ইচ্ছায়, অনুভূতিতে ও জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের সাথে একাত্মতার পাশাপাশি ভক্তজনগণের সহযোগিতাপূর্ণ মিলন বন্ধনে আবদ্ধ হন। যিশু বলেছেন, "আমি পথ, সত্য ও জীবন" *(যোহন ১৪: ৬ পদ)*। যাজক জনগণকে মুক্তিদায়ী যিশুর পথে ধাবিত করতে ও ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হওয়ার জন্যে সহযোগিতা দান করেন।

যাজকগণ বিশপদের সহকর্মীরূপে পালকীয় কাজ করেন: কাথলিক মণ্ডলীতে অভিষিক্ত যাজকগণ বিশপদের অধীনে তাদের সেবা দায়িত্ব পালন করেন। "বিশপদের যাজকত্বের সঙ্গে অভিষিক্ত যাজকদের দায়িত্ব সংযুক্ত বলে তারা খ্রিস্টের ক্ষমতার অংশীদার, যে ক্ষমতার বলে খ্রিস্ট নিজেই তাঁর নিগূঢ়দেহকে গড়ে তুলেন, পবিত্র করেন, এবং পরিচালনা দান করেন। তাই যাজকের যাজকত্ব খ্রিস্টীয় জীবন প্রবেশ সংস্কারগুলোর পূর্বশর্ত হলেও একটি নির্দিষ্ট সংস্কারের মধ্য দিয়ে তা প্রদান করা হয়। এই সংস্কারের মধ্যে দিয়ে যাজকগণ পবিত্র আত্মার অভিলেপনে এক বিশেষ মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হন এবং তারা এমনভাবে যাজক

খ্রিস্টের সদৃশ হন যে, তারা মস্তকরূপে খ্রিস্টের ব্যক্তি নামে কাজ করতে সমর্থ হন"(কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী)।

আহ্বান বৃদ্ধিতে সহায়তা করা: নিবেদিত ব্যক্তিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মণ্ডলীতে আহ্বান বৃদ্ধির সহায়তা করা। যিশুর শিক্ষাকে চলমান রাখার জন্য যাজক, সিস্টার ও ব্রাদারদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তরুণদের সর্বদা উৎসাহ ও প্রেরণা প্রদান করা একটি বিশেষ দায়িত্ব। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বা অবদান রাখতে পারে তারাই, যারা সত্যিই যিশুর অনুসারী। ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের সকলের বিনম্র, কর্মমূখর ও জীবন-আদর্শই মণ্ডলীতে নিবেদিত জীবনে যাওয়ার প্রধান প্রেরণা।

পরিশেষে বলা যায় যে, একজন উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি নিজের জন্য নন। তারা মণ্ডলীর ও সমগ্র জগতের জন্যই প্রেরণা, যিশুর প্রতিনিধি, প্রচারকর্মী, সেবক, যারা যিশুর কাজ বর্তমান জগতে সম্প্রদান করে যাচ্ছেন। যিশুর গোটা জীবনটাই অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। খ্রিস্ট জীবন দিয়ে মানবজাতির কাছে পিতা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেছেন। যিশু এমন কোন কাজের কথা তাঁর অনুসারীদের করতে বলেননি, যা তিনি নিজে করেননি। তাই একজন যাজক, ব্রাদার বা সিস্টার জীবনও বহুবিধ কাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা করার অনুপ্রেরণা স্বয়ং প্রভুর কাছে থেকেই পেয়ে থাকেন। যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীগণ যিশুর কাছ থেকে আহ্বান পান ও যিশুর প্রচার কাজ এ পৃথিবীতে দৃশ্যমান করার জন্যই জীবন বিলিয়ে দেন।

পরিশেষে বলতে চাই যে, যিশুর কথায়, "কেউ যদি আমার অনুসরণ করতে চায় তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমায় অনুসরণ করুক" *(মার্ক ৮: ৩৪ পদ)*। নিজেকে ত্যাগ করার মধ্যদিয়ে যিশুর প্রকৃত, উৎসর্গকৃত বা ভালোবাসার সেবক হয়ে ওঠা যায়। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সেবা করা ও পবিত্র করা, প্রার্থনা করা ও তাদের কাছে খ্রিস্টের সেবকরূপে জীবনযাপন করাই প্রধান লক্ষ্য। তারা যেখানেই কর্মরত থাকুক, তাদের মনে রাখতে হবে তারা খ্রিস্টের সেবক। যদি তারা এই মনোভাব থেকে দূরে সরে যায় তবে তাদের উৎসর্গকৃত জীবন বিফল। কারণ খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণের সেবার দায়িত্ব ও তাদের আত্মিক সেবা-যত্ন করার জন্যই তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যা তারা যিশুর কাছে থেকে পেয়েছে ও যিশুকে কথা দিয়ে প্রতিজ্ঞা বা চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাই বলা যায় যে, নিবেদিত ব্যক্তিদের জীবন হল শ্রেষ্ঠ নিবেদন, যার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তারা সেবক। সেবার মধ্যেই তাদের জীবনের স্বার্থকতা ও পরম পাওয়া।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। নতুন সহস্রাব্দের জন্যে পবিত্র ক্রুশের আধ্যাত্মিকতা, পবিত্র ক্রুশের সংবিধান, 'স্মরণিকা' সন্ন্যাস জীবনে রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন, ৪ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ,

২। কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি (সম্পাদিত)ঃ কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ২০০০ খ্রি: পৃ.৪২১।

৩। পালকীয় পত্র "পুণ্য যাজক বর্ষ, ২০০৯" পূণ্যপিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট।

৪। প্রতীতি, মূলভাব: "খ্রিস্টের বিশ্বস্ততা-যাজকের বিশ্বস্ততা" ৩১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ।

৫। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ, "যাজকদের সেবাকাজ ও জীবন বিষয়ক নির্দেশনামা" ও "সন্ন্যাস-জীবনের সময়োপযোগী নবায়ন, সম্পদানায় ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা ও ফাদার বার্ণাড পালমা।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

২০ জানুয়ারি,২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অ-লাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সদস্যভিত্তিক সংস্থা হিসাবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী, কিশোর/যুব নারী ও শিশুর জীবনের পরিবর্তন ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সংস্থাটি আদর্শ মানুষ গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত পদে পুনরায় আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	**সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্লে - ২য় শ্রেণি)**	১ জন (নারী প্রার্থী)	১. যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কমপক্ষে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে। শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। ২. অবশ্যই বি.এড/এম.এড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ৩. শিক্ষা কার্যক্রম বা কারিকুলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাসহ দায়িত্বশীল পদে কমপক্ষে ৫ বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। ৪. বাংলা ও ইংরেজি লেখা ও বলা এবং কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে। ৫. কোন স্বীকৃত খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর সদস্য হতে হবে। **দায়-দায়িত্বসমূহঃ** বিদ্যালয় পরিচালনায় সকল ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষা করা। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর ও গুণগত মানসম্পন্ন শিখন শেখানো কার্যক্রম নিশ্চিত করা শিক্ষার মানোন্নয়নে বিদ্যালয়ের সম্ভাব্য সকল পর্যায়ের কর্মীদের সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করা বিদ্যালয়ের রুটিন অনুযায়ী নির্ধারিত শ্রেণিতে পাঠদান করা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে নিয়মিত মনিটরিং করা পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাস্তবায়ন এবং রুটিন প্রণয়ন করা সহকর্মী শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা
২.	**পিয়ন**	**১জন (পুরুষ)**	১. যে কোন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে এসএসসি পাশ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ঃ

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি জমা দিতে হবে।
২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র সংযুক্ত করতে হবে।
৩. বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।
৪. জীবন-বৃত্তান্তে দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

সম্পূর্ণ আবেদনপত্র **আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি,২০২৫ খ্রিস্টাব্দঃ** এর মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রেরন করতে হবে। (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে)। কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে।

YWCA

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ
১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড
ঢাকা-১২০৫

বিজ্ঞ/৩৬/২৫

নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য

ব্রাদার সুব্রত লিউ রোজারিও সিএসসি

মহান ঈশ্বর তাঁর অপূর্ব সৌন্দর্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন আর নিবেদন করেছেন তাঁর মহিমা প্রকাশ ও মানব কল্যাণের জন্য। অবিরাম কালের প্রবাহে সেই সৌন্দর্যের ধারা তিনি ঢেলে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট ক্ষুদ্র অতিকায় বৃহৎ সৃষ্টিতে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের অন্তরে তাঁর দেওয়া প্রাণবায়ুতে তিনি ঢেলে দিয়েছেন সৌন্দর্যের মাধুরী ও মঞ্জুরী। নিবেদিত জীবন এমন এক জীবন, যা মহান ঈশ্বরের ও মানুষের উদ্দেশে ত্যাগ ও গভীর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য নিহিত থাকে এর নিঃস্বার্থতায়, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লোভের চেয়ে বৃহত্তর ও সর্বজনীন মঙ্গল বা আদর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণায় এবং ঐশ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐশ দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত হয়ে কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষ দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্য ব্রত গ্রহণের মাধ্যমে জাগতিক সম্পদের লালসা-বাসনা শূন্য জীবনযাপন ও ঈশ্বরের পরম আরাধনায় নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। নিবেদিত জীবনে দুঃখ কষ্টের পাশাপাশি এর সৌন্দর্যের মহিমা মানুষকে তথা বিশ্বকে মোহাবিষ্ট করে।

মহান ঈশ্বরের সাথে নিবিড় বন্ধন: নিবেদিত জীবনের সন্ন্যাসব্রতীগণ প্রাত্যহিক ধ্যান-প্রার্থনা ও নিবিড় সেবা কাজের মাধ্যমে মহান ঈশ্বরের সাথে গভীর বন্ধন সৃষ্টি করেন। মহান সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে জীবন পরিচালনা ও প্রাত্যহিক সেবাকাজের মাধ্যমে সন্ন্যাসব্রতীগণের জীবনে এক পবিত্র আভা ফুটে ওঠে। যার সৌন্দর্য স্বাভাবিক মানুষের কাছে ফুটে ওঠে।

মানবতার কল্যাণ: মহান ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টি তাঁর গৌরবের জন্য ও মানুষের কল্যাণের জন্য নিহিত। নিবেদিত জীবনের সন্ন্যাসব্রতীগণ যুগে যুগে সর্বস্তরের ও সকল ধর্মের মানুষের সেবা কাজের মাধ্যমে অমর হয়ে আছেন। ইতিহাসের পাতায় অমলিন হয়ে আছে মানবতার কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করা অনেক অনেক নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতীদের প্রাণ। যাদের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা আজও মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

আত্মতৃপ্তি ও শান্তি: নিবেদিত জীবনের সন্ন্যাসব্রতীগণ যেহেতু মানুষের কল্যাণ কাজে নিজেদের নিবেদন করেন তাই পরোপকারে তারা লাভ করেন গভীর আত্মতৃপ্তি। অসহায়, অবহেলিত ও ঝরেপড়া মানব কল্যাণের কাজে আত্মতৃপ্তি থেকে শুরু করে তারা লাভ করেন অন্তরের প্রগাঢ় শান্তি। আত্মতৃপ্ততা ও প্রশান্তময়তা নিবেদিত জীবেনের এক পরম সৌন্দর্য।

প্রেরণার উৎস: নিবেদিত জীবনের সন্ন্যাস ব্রতীগণ যুগে যুগে তাদের আত্মত্যাগের, সেবাকাজের, শিক্ষাদানে ও প্রাবক্তিক কাজের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস হিসাবে অমর হয়ে থাকেন। নিবেদিত প্রাণ মানুষগণ দেশের জন্য, জাতীর জন্য ও বিশ্বপরিবারের জন্য মানবতার আদর্শ ও জীবন্ত সাক্ষী হয়ে থাকেন। আর এত করেই নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

দুঃখ ও প্রতিকূলতার সৌন্দর্য: নিবেদিত জীবনে দুঃখ ও নানা প্রতিকূলতা যেন নিত্য

দিনের সঙ্গী। কঠিন তপস্যা, আত্মত্যাগ, জাগতিকতার প্রলোভন ও ন্যায্যতার পথে চলতে গিয়ে সমাজের ও বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে অনেক সময় তাদেরকে কঠিন দুঃখ ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে নিবেদিত জীবনের অনেক নারী পুরুষ সীমাহীন দুঃখ, নির্যাতিত ও শহীদ হয়েছেন। দুঃখ, কষ্ট ও প্রতিকূলতা নিবেদিত জীবনের সন্ন্যাস ব্রতীদের আরো শক্তিশালী ও সংবেদনশীল করে তোলেন। এতেই প্রকাশিত হয় নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য।

নিঃস্বার্থ ভালোবাসা: নিবেদিত জীবনের সভ্য-সভ্যাগণ কোন কিছুর বিনিময়ের প্রত্যাশা ছাড়াই অকাতরে ভালোবাসা ও সেবাকাজ করে যান। প্রভু যিশুখ্রিস্টের মত নিঃশর্ত ভালোবাসার পথ অনুসরণ ও অনুকরণ করে তারা হয়ে উঠেন ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক। দুস্থ, বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠ ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মাধ্যমে তারা হয়ে উঠেন খ্রিস্টের প্রকৃত বন্ধু ও শিষ্য। নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কারণে অনেক নিবেদিত প্রাণ ধর্মশহীদ হয়েছেন আর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে নিবেদিত জীবনের।

সংঘবদ্ধ জীবন ও ভ্রাতৃত্ব বোধের সৌন্দর্য: নিবেদিত জীবনের সভ্য-সভ্যাগণ সাধারণত সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন করেন। একত্রে মিলেমিশে থাকার মধ্যে যে আনন্দ ও ভ্রাতৃত্ব বোধের সৌন্দর্য তা তাদের জীবন সাক্ষ্যতেই দৃষ্টিগোচর হয়। আদিমণ্ডলীর খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনের মত নিবেদিত জীবনের সভ্য-সভ্যাগণ হয়ে ওঠেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ। নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ জীবন ও পারস্পারিক মতামত ও দায়িত্বের সহভাগিতার মধ্যদিয়ে তাদের আশ্রমগৃহগুলো হয়ে ওঠে যেন স্বর্গীয় সৌন্দর্যের আবাস।

আধ্যাত্মিকতায় সম্পদশালী: নিবেদিত জীবনের সদস্যগণ ঈশ্বরের অন্বেষণে, ধ্যান-প্রার্থনা ও সেবামূলক কাজে জীবনভর নিবেদিত থাকেন। পরম আত্মার সাথে মানব আত্মার চির পিপাসিত আকাঙ্ক্ষা কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছতা সাধনের মধ্যদিয়ে তারা হয়ে উঠেন আধ্যাত্মিকতায় সম্পদশালী ও শক্তিশালী। কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছতা সাধনের মাধ্যমে নিবেদিত প্রাণ সদস্যগণ চির আনন্দের রাজ্যে পথ সুগম করে তোলেন। এতে করেই প্রকাশ পায় নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য।

সহযাত্রার মূর্তপ্রতীক: নিবেদিত প্রাণ মানুষগণ সকল স্তরের জনসাধারণের সাথে পাশাপাশি সুখে, দুঃখে, হাসি-আনন্দে সহভাগিতার জীবনযাপন করেন। সাধারণ মানুষের সাথে সহযাত্রিক রূপে পথ চলে সাধারণ মানুষের কাছে তারা হয়ে ওঠেন আশার ও উদ্দীপনার আলোকবর্তীকা। এতেই প্রকাশিত হয় নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য্য।

মধুর সুরে ঈশ্বর বন্দনা: নিবেদিত প্রাণ সন্ন্যাসব্রতীগণ প্রাচীনকাল থেকে শ্রুতিমধুর সংগীত সংকলন, রচনা ও সুরকার হিসাবে আধুনিক ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় সংগীতের সম্ভার রেখেছেন। প্রতিটি আশ্রমগৃহে বিভিন্ন লগ্নে ভাবসংগীতের ও আধ্যাত্মিক গানের মাধুরীতে নিমগ্ন হয় চরাচর। সুললিত মধুর সুরে ঈশ্বর বন্দনার সুর লহরীতে জেগে ওঠে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মূর্ছনা।

গঠন কাজের সৌন্দর্য: যিশুখ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের গঠন দিয়ে মঙ্গলবাণী প্রচার কাজে প্রেরণ করেছিলেন আর শিষ্যগণ সমগ্র মণ্ডলী গড়ে তুলেছেন বিশ্বাসের ভিত্তিতে। নিবেদিত প্রাণ সন্ন্যাসব্রতীগণ শতশত বছর ধরে গঠনদানের কাজে সহকর্মীদের গড়ে তুলছেন কালের ধারাবাহিকতায়। খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের আদর্শের গঠন দানে যুগ যুগ ধরে সন্ন্যাসব্রতীগণ জীবনমান উন্নয়ন, সমাজ, জাতি ও বৈশ্বিক সার্বিক কল্যাণের জন্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন অবিরাম। এতেই সৌন্দর্যে বিভূষিত হচ্ছে নিবেদিত জীবন।

পরিশেষে, নিবেদিত প্রাণ আমাদের কাছে গভীর অন্তরের নিবেদন জাগায় যে, নিবেদিত জীবন যেন জগতের কাছে আলোকবর্তিকার মতো, যা শুধু নিজেকে নয় বরং চারপাশের জগতকেও আলোকিত করে। এ জীবন শুধু আত্মিক সমৃদ্ধিই আনে না, বরং একটি উন্নত ও মানবিক সমাজ গড়তে সাহায্য করে।

নিবেদিত জীবনের আনন্দ

সিস্টার মেরী জেনেভি এসএমআরএ

“আমি তোমাদের একটি কথাই বলতে চাই এবং তা হল ‘আনন্দ’। যেখানে রয়েছে উৎসর্গীকৃত মানুষ, পুরোহিত, সন্ন্যাসব্রতী নর-নারী, যুবা সেখানেই রয়েছে আনন্দ। সেখানে সর্বদা থাকে আনন্দ। এই আনন্দ সজীবতার আনন্দ। যিশুকে অনুসরণ করার আনন্দ। যে আনন্দ জগত দিতে পারে না বরং পবিত্র আত্মা দান করে।” -পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস

কাথলিক প্রধান ধর্মগুরু পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস উৎসর্গীকৃত নারী পুরুষদের জীবনকে একটি আনন্দপূর্ণ জীবনাহ্বান হিসাবে বিবেচনা করতে সকল উৎসর্গীকৃত নারী পুরুষকে আমন্ত্রণ জানান। তাদের নিবেদিত জীবনকে উৎসাহিত করতে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে, প্রভুর আত্মনিবেদন পর্ব দিবসে রোম নগরীর ভাতিকান থেকে “আনন্দ কর” মূলভাবকে কেন্দ্র করে উৎসর্গীকৃত নারী পুরুষদের উদ্দেশে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা ও সুপরামর্শ দিতে এই বইটি সংকলন করেন। উপরের অংশটুকু তারই অংশ বিশেষ। পুণ্যপিতা নিবেদিত জীবনকে আনন্দের স্রোতধারা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

বর্তমান সময়ে জগতে আনন্দের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষ অনেক কিছু নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, যা তাদের প্রকৃত আনন্দ দিতে অপরাগ। তাই পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস প্রত্যাশা করেন যেন উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ জগতকে জাগ্রত করার প্রাবক্তিক ভূমিকা পালন করতে পারেন। সেটা একমাত্র তখনই সক্ষম যখন উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণ নিজেরাই সেই আনন্দ নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে ও তাদের জীবন সাক্ষ্যের মাধ্যমে অন্যদের মাঝে এর প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবেন। তাই পুণ্যপিতা সকল উৎসর্গীকৃত নারী ও পুরুষকে নিবেদিত জীবনে খুশী থাকতে, উল্লসিত হতে এবং এর আনন্দ সর্বত্র বিকিরণ করতে অনুপ্রাণিত করেন।

আজ ২ ফেব্রুয়ারি, গোটা মণ্ডলী গভীর আধ্যাত্মিক মর্যাদাসহ পালন করছে প্রভু যিশুর নিবেদন পর্ব; এই দিনে প্রভু যিশুকে মন্দিরে উৎসর্গ করা হয়েছিল। মা মারীয়া ও সাধু যোসেফ ধর্মীয় বিধি মেনেই তা করেছিলেন। আর এই দিনটিতে প্রভুর নামে নিবেদিত সকল সন্ন্যাসব্রতী নারী পুরুষ, যাজক অর্থাৎ ঈশ্বরের নামে নিবেদিত সকলেরই পর্ব দিন হিসাবে পালন করা হয়। নিবেদিত জীবনে প্রবেশ করার সাথে সাথেই প্রত্যেকজন সন্ন্যাসব্রতী প্রভু যিশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই জীবন যাপনে ব্রতী হন। তাই তারা তাদের সম্পূর্ণ জীবন প্রভুর ভালোবাসায় আনন্দচিত্তে অংশগ্রহণ করেন। অর্থাৎ প্রভু যিশুর ক্রুশের পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পুনরুত্থানের আনন্দের অংশী হয়ে ওঠেন। উৎসর্গীকৃত

জীবন হলো মঙ্গলবাণীতে দেহ ধারিত হওয়া, খ্রিস্টকে অনুসরণ করার আহ্বান অর্থাৎ যিশুর জীবন ও কর্মের পথকে বেছে নেওয়া। তাঁর জীবন হলো ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ও তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত হওয়া।

আনন্দই হলো আত্ম-নিবেদনের সৌন্দর্য। যাজক প্রার্থী ও নব্যাদের এক সভায় পোপ ফ্রান্সিস এই কথাগুলো বলেছিলেন যে, “দুঃখের মধ্যে কোন পবিত্রতা নেই। তাই যাদের আশা নেই তাদের মতো তোমরা দুঃখ করো না।” তিনি আরও বলেন- “আনন্দ কোন অকেজো গয়না নয়। ইহা হচ্ছে একটি প্রয়োজন, মানব জাতির ভিত্তি।” তাই উৎসর্গীকৃত প্রতিজন নারী পুরুষ আনন্দ অর্জন করতে ও তাদের সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে তা ধরে রাখতে চেষ্টা করে। নিবেদিত জীবনে আনন্দে জীবন কাটানোর জন্য রয়েছে সহস্র কারণ। এই আনন্দের শিঁকড় লালিত হয় বিশ্বাসভরা অন্তরে বাণী শ্রবণ এবং তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার মধ্যে। প্রভু যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন- “আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে থাকতে পারে এবং তোমাদের আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হতে পারে।” (যোহন ১৫:১১)

নিবেদিত জীবন হলো নির্মল আনন্দের জীবন। যেখানে জাগতিক পরিবারের একই রক্তের ধারার মধ্যেও অনেক ভিন্নতা দেখা যায়। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থেকে আসা মানুষগুলো যখন একত্রিত হয়ে থাকে তখন ভিন্নতার মধ্যেও একাত্মতা গড়ে ওঠে। নিবেদিত জীবনে ব্যক্তিগত জগত তৈরী হলে অথবা ক্ষমতা, পদমর্যাদা, সম্পদের মোহ থাকলে আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। এখানে আমি একা পারি বলে কোন ব্যাপার নেই। এখানে একত্রে পারার মধ্যেই আনন্দ। যখন নিজেকে অন্যের সাথে মিলিয়ে নেওয়া যায় তখনই প্রকৃত আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয়। তাই পুণ্য পিতা বলেন- “সংঘবদ্ধ জীবনের অভিজ্ঞতাই আনন্দকে সুদৃঢ় করে, সেই ঐশতাত্ত্বিক অবস্থা বা স্থান যেখানে প্রতিজনই মঙ্গলবাণীর প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ততা ও অন্য সকলের বেড়ে ওঠার জন্য দায়িত্বশীল।” তিনি আরও বলেন, “সংঘবদ্ধ জীবনে সব সময়ই থাকে একটি মহৎ হৃদয়। কোন কিছু ধরে রেখো না, বড়াই করো না, সকল কিছুর সাথে ধৈর্য ধর, অন্তর থেকে হেসে উঠ। আর এর চিহ্ন হলো আনন্দ।” (আনন্দ কর! ৯)

অসীম সাহসিকতা নিয়ে যারা নিবেদিত জীবনে প্রবেশ করেছেন আজকের এই দিনে তাদের অভিনন্দন জানাই। প্রভুর সাথে থাকার নির্মল আনন্দ যারা লাভ করেছেন তাদের জানাই সু-স্বাগতম। অভিনন্দন জানাই তাদেরও যে সব পরিবার তাদের সন্তানদের মণ্ডলীর কাজে এগিয়ে দিয়েছেন। এভাবে যদি প্রতিটি পরিবার এগিয়ে আসে তবে আনন্দের তীর্থযাত্রায় আমরা এগিয়ে যেতে পারব। প্রভু যিশু তাঁর সাথে জীবন যাপনের জন্য প্রতিনিয়ত আমাদের আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বান শোনার জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। একমাত্র প্রার্থনার মাধ্যমেই আমরা তাঁর আমন্ত্রণ শুনতে পাই। আর যারা তাঁর পরিত্রাণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তারা পাপ, দুঃখ, অন্তরের শূন্যতা এবং একাকীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তাই প্রভুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করি আরও অনেক যুবক-যুবতী যেন প্রভুর আনন্দের উৎস খুঁজে পায়।

গল্প

বংশধারা

যোয়্যান গমেজ (শ্রেয়া)

অনেক বছর পর গ্রামে মামার বাড়ি এসেছে পৃথা। বিয়ে করে দেশ ছেড়ে ইতালি পাড়ি দেয়ার পর, হাতে গোনা কয়েকবার দেশে এসেছে ও দেশে এলেও ঢাকাতেই থাকা হয় পুরোটা সময়, গ্রামে আর আসা হয় না। খুব কম সময়ের ব্যবধানে মামা-মামি দু'জন-ই মারা গেছেন, পৃথা তখন ইতালি ছিল। মামা বাড়িতে আছে শুধু মামাতো ভাই রাতুল, চারু বৌদি আর তাদের স্কুল পড়ুয়া মেয়ে মেধা। পৃথার ছেলে রিশানের জন্ম ইতালিতেই। ও' স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে গত বছর, ও'কে গ্রাম দেখানোটাই এবার আসার অন্যতম প্রধান কারণ। বেশ ভালোই লাগছে পৃথার, চারু বৌদি প্রতি বেলায় অনেক কিছু রান্না বান্নার আয়োজন করছে। রিশান তো সবকিছু নিয়ে মহা উত্তেজিত, গরু-ছাগল-মুরগি চারপাশে যা কিছুই আছে, মহা আগ্রহে দেখছে। বাড়ির একদম পাশেই রেল-লাইন, ট্রেন পাগল রিশান, এতো কাছ থেকে ট্রেন যাওয়া কখনো দেখেনি, খুব ভাল সময় কাটছে তার। মেধা দিদির সাথেও খুব ভাব হয়ে গেছে রিশানের।

একদিন বিকেলে পৃথার মনে হল পাশেই আরেক মামার বাড়ি আছে, সেখান থেকে বেড়িয়ে আসবে। পল পৃথার আপন মামা না, মায়ের কাকাতো ভাই। পল মামা মারা গেছিলেন পৃথা দেশ ছাড়ার আগেই। রত্না মামি তার ছোট ছেলে অনিল আর ছোট মেয়ে পল্লবিকে নিয়ে গ্রামেই থাকেন। পৃথার জানামতে, মামার বড় ছেলে আর বড় মেয়ে তাদের নিজ নিজ সংসার নিয়ে ঢাকা থাকে।

- মেধা, চল পল মামা'র বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। রত্না মামি'র কি শরীর ভাল এখন? আর অনিলদা কোথায় চাকরি করে, তুমি জানো?

- অনিল কাকাদের বাড়ি? আমি ওখানে যাবো না, আমার যাওয়া নিষেধ আছে।

মেধার কথা শুনে পৃথা খুবই অবাক হল, রাতুল দাদা অনিল দাদার মধ্যে জমি-জমা নিয়ে কোন গন্ডগোল আছে বলে তো মনে পড়ছে না।

- কেন মেধা, কি হয়েছে দুই বাড়ির মধ্যে?

- তুমি মাকে জিজ্ঞাসা কর, সে তোমাকে সব কিছু বলবে।

পৃথা সাথে সাথেই গিয়ে চারু বৌদির কাছে জানতে চাইল মেধার এরকম বলার কারণ কী। বৌদির কাছে ঘটনা শুনে পৃথার পায়ের মাটি সরে গেল। বেশ কিছুদিন আগে চারু বৌদি মেধাকে নিয়ে পল মামা'র বাড়ি গিয়েছিল, এটা নতুন কিছু না, সব সময়-ই দুই বাড়ির লোকজনের যাওয়া আসা লেগেই থাকত। সেদিন যখন চারু বৌদি রত্না মামির সাথে কথা বলছিল, তখন অনিল দাদা নাকি মেধাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব বাজেভাবে জড়িয়ে ধরে, ওকে শারীরিকভাবে অপদস্থ করে। মেধা কোন রকমে ছুঁটে পালিয়ে এসে তার মাকে সব বলে দেয়। অনিল দাদা এসব কিছু পুরোপুরি অস্বীকার করলেও, বৌদি পাত্তা দেয়নি। বৌদির ভাষায় "আমি তো আমার মেয়েকে চিনি, মেধা কখনো এত বড় ঘটনা বানিয়ে বানিয়ে বলবে না। আমি বাড়ি এসে তোমার রাতুল দাদাকে সব খুলে বলেছি, তোমার দাদা গিয়ে অনিলকে একটা চড় মেরে দিয়ে চলে আসে। এরপর থেকে মেধার ওই বাড়ি যাওয়া বারণ, আমরাও যতটুকু পারি এড়িয়ে চলি।"

মেধা ক্লাস সিক্সে পড়ে, মেধাকে নিয়ে আজ অনেক গর্ব হচ্ছে পৃথার, মেধা যা করেছে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে পৃথা তা করতে পারেনি। পৃথা চুপ করে থেকেছিল, দৌড়ে এসে নিজের মাকে বলতে পারেনি, বলতে পারলে আরেকজন জঘন্য মানুষের নোংরা কাজের কথা সবাই জানতে পারত। পৃথা তখন ক্লাস ফাইভে পড়ে। লোকটাকে মামা বলে ডাকত, অনেকবার এসেছে পৃথাদের বাসায়। সেদিনও এসেছিল, লোকটা চলে যাবার সময় পৃথা তার সাথে গিয়েছিল নিচের মেইন গেটের তালা খুলে দিতে। গেট খোলা হয়ে গেলে, ঠিক বের হয়ে যাবার আগে, লোকটা ফিরে এসে পৃথাকে জড়িয়ে ধরে। পৃথার মনে আছে ওর সারা শরীর ঝিমঝিম করে উঠেছিল, গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হচ্ছিল না, ঘটনার আকস্মিকতায় ও যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল। এভাবে চলল কয়েক সেকেন্ড, পৃথার মনে হচ্ছিল কয়েক ঘন্টা পার হয়ে গেছে। এরপর কিছুই হয়নি এমনভাব করে লোকটা চলেও গেল। পৃথা এ ঘটনা কাউকে বলতে পারেনি। বলার মত সাহস ছিল না, কাকে যে বলা দরকার ছিল এই বোধটুকু ছিল না। এরপর দিনের পর দিন বিভিন্ন পারিবারিক/সামাজিক অনুষ্ঠানে ওই "মামা" রূপী জঘন্য লোকটার সাথে পৃথার দেখা হয়েছে, তাকে সেলাম করে তার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে হয়েছে, হাসি মুখে তার সাথে কথা বলতে হয়েছে। লোকটা যখন মারা গেল, তার কবরের প্রার্থনাতেও গিয়েছিল পৃথা। তার স্ত্রী-সন্তান-ভাই-বোন খুব কান্নাকাটি করছিল, পৃথার খুব জানতে ইচ্ছে করছিল তার কাছের মানুষগুলো কি জানত তাদের স্বামী/বাবা/ভাই কতটুকু খারাপ মানুষ ছিল? একটা মানুষের চরিত্র ঠিক কতটুকু খারাপ হলে সে একটা ক্লাস ফাইভে পড়া বাচ্চা মেয়ের সাথে এরকম জঘন্য আচরণ করার কথা ভাবতে পারে? কে জানে সে আর কত শত মেয়েদের সাথে এরকম বা তার চেয়েও বেশি অন্যায় কিছু করেছে কিনা।

মেধার সাথে যা ঘটেছে, আর পৃথার সাথে পঁচিশ বছর আগে যা ঘটেছিল ঘটনা দু'টো একই সূত্রে গাঁথা। যেই অনিল দাদা কিছুদিন আগে মেধার সাথে যা করেছে, পঁচিশ বছর আগে পৃথার সাথে সেই এক-ই অপকর্ম করেছিল তার বাবা, পৃথার পল মামা। তবে কি অনিল দাদা তার বাবার এই বাজে স্বভাবের কথা জানত, জেনে তার প্রতিবাদ না করে সে নিজেই তার বাবার পথে চলা শুরু করে? এটাও কি সম্ভব? নাকি অনিল দাদা জানতই না? কিন্তু তার গায়ে তো বইছে তার বাবারই রক্ত। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মত চারিত্রিক গুণাবলীও কি তবে বংশগতি দিয়ে নির্ধারিত হয়? সৎ চরিত্র পিতা-মাতার সন্তান কি সবসময় সৎ চরিত্রই হয়? আর পিতা-মাতা যদি চারিত্রিকভাবে দুর্বল হয় তা একসময় তাদের সন্তানদের মধ্যে ধাবিত হয়? এর পেছনে কি শুধু বংশগতিই দায়ী? নাকি যে পিতা-মাতা নিজেদের জীবনে নৈতিকতা অনুশীলন করে না, তা তাদের সন্তানদেরও শেখাতে পারে না। সন্তান হয়তোবা নৈতিকতা, নারীর মর্যাদা, সংযম এসবের কথা কখনো শুনেনি, তাই নিজ জীবনে এই সব আদর্শ পালন করে উঠতে পারেনি। তাই যদি হয় তবে তো সন্তানের অপকর্মের দায় শুধু তার একার নয়, অনেকাংশে তার পিতা-মাতারও। এরকমটা কি ঘটে চলেছে যুগে যুগে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে?

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

সাধ্বী যোসেফিনা বাখিতা

পর্বদিন: ৮ ফেব্রুয়ারি

তাঁর নম্রতা, তাঁর সহজ সরল সাধারণ জীবনযাপন এবং সব সময় হাসি খুশী থাকার অভ্যাস সকলের হৃদয় জয় করেছে। সম্প্রদায়ের অন্যান্য ভগ্নীদের সাথে তাঁর ব্যবহার ছিল মিষ্ট। তাঁর চরিত্রে দেখা যায় ভাল চমৎকার গুণ এবং প্রভুকে জানা ও জানানোর জন্য তাঁর ছিল গভীর আকাঙ্ক্ষা। সবাই তাঁকে অনেক মূল্য দিত এবং তাঁর সম্পর্কে সবই তাঁদের জানা ছিল।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার সুদান দেশে যোসেফিনা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ধনী উপজাতীয় নেতা। নয় বৎসর বয়সে আরবীয় বনিকগণ যোসেফিনাকে অপহরণ করেন। দাসীরূপে চার চারবার তাঁকে বিক্রি করা হয়। তাঁকে ক্রীতদাসী হিসেবে বন্দী করা হয়। যারা তাঁকে বন্দী করেন সেই দাস-ব্যবসায়ীরা তখন তাকে নাম দেন 'বাখিতা' যার অর্থ সৌভাগ্যবতী'। তাকে বার বার বিক্রি আবার পুন:বিক্রির ফলে ক্রীতদাসী হিসেবে শারীরিকভাবে ও নৈতিকভাবে অনেক নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। তাঁকে অনেক হেয় করা হয়েছে। অপহৃত হওয়ার আতঙ্কে তিনি আপন নাম ভুলে গেলেন। আরব মালিকদের হাতে তিনি বহুবার চাবুকের মার খেয়েছেন।

তাঁর শেষ মালিক ছিলেন একজন ইতালিয়ান রাজদূত। তিনি তাঁকে কিনে নেন। তাঁকে প্রথম দিন থেকে তিনি বিস্ময়ের সাথে দেখেন যে, যখন কেউ তাঁকে কোন কাজ করার জন্য আদেশ দেন কেউ-ই তাঁকে চাবুকের আঘাত করেন নি। বরং তাঁর সাথে সহৃদয় ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে রাজদূতকে ইতালী চলে যেতে বাধ্য করে। বাখিতাকে তাঁর সাথে যাবার জন্য বলা হয় এবং বাখিতা তাঁর সাথে যাবার অনুমতি পান। তাই সুদান ছেড়ে ইতালীতে যাবার সময় তিনি বাখিতাকে সঙ্গে নিয়ে যান।

বাখিতা যুবরাজের এক বন্ধুর পরিবারের একটি শিশুর দেখাশুনার কাজ পান। বন্ধুটির নাম আগষ্টো মিচিলি। ইতালীর জেনোয়াতে একটি মেয়ে শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। মিচিলির মেয়ের নাম মিম্মিনা। মিসেস মিচিলি যখন স্বামীর ব্যবসায়িক কাজে সাহায্য করার জন্য

সোয়াকিনে চলে যেতেন তখন মিম্মিনা ও বাখিতাকে ভেনিসে কানোসিয়ান দয়াব্রতী সংঘের সিস্টারদের তত্ত্বধানে রেখে যেতেন। এখানে এসে বাখিতা প্রথমে ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে পারেন।

বাখিতা সেই খ্রিস্টান মালিকের বাড়ীতে দেখতে পান একজন ক্রুশবিদ্ধ মানুষের ছবি। সেই মানুষ যেন তাঁর দিকে বেদনা-ভরা চোখে তাকিয়ে আছেন। বাখিতা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে, কেন তোমাকে ক্রুশে টাঙ্গানো হয়েছে। তুমি কি অন্যায় করেছ?" কানোসিয়ান দয়াব্রতী সংঘের সিস্টারদের বাড়ীতে দু'বছর পরে যখন যান, তখন যিশুর জীবনী পড়ে তিনি উত্তর পান এবং খুবই মর্মাহত হন। তিনি তো নিজেই নির্দোষ হয়ে ও রক্তঝরা পর্যন্ত চাবুকের আঘাত খেয়েছিলেন। তিনি তখন দীক্ষাপ্রার্থীর শিক্ষা ক্রম শুরু করেন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ৯ জানুয়ারি একুশ বছর বয়সে বাখিতা দীক্ষাস্নান সংস্কার গ্রহণ করেন এবং তাঁকে নাম দেয়া হয় যোসেফিনা। তিনি একজন ধর্মব্রতীণি হওয়ার আহ্বান পান এবং প্রভুর চরণে নিজেকে সঁপে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কানোসিয়ান দয়াব্রতী-সংঘে যোগদান করেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর বাখিতা তাঁর ব্রতীয় জীবনের চিরব্রত গ্রহণ করেন। তারপর অত্যন্ত সহজ সরলভাবে জীবনযাপন করতে থাকেন।

পঞ্চাশ বছর ধরে প্রেমের এই দয়াবতী বিনম্র কন্যা ঐশ প্রেমের সত্যিকার সাক্ষী হয়ে বাস করতে থাকেন এবং বিভিন্ন রকমের সেবাকাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি রান্নাঘর ও গির্জাঘরের দেখা শুনার কাজ করতেন, কনভেন্টে অতিথিদের সেবা করতেন। তিনি সেলাই করা, সূচিশিল্প এবং দ্বার রক্ষিকার কাজও করতেন। এইসব কাজ করনে এত নম্রতা, এত সরলতা, এত মমতা এত সহিষ্ণুতা দেখাতেন যে, সব রকম লোক তাঁর সঙ্গে সময় কাটাতে, তাঁর পরামর্শ নিতে আসতেন। বাখিতা স্বেচ্ছায় সানন্দে সকলের দাসানুদাস হয়ে আপন জীবনে যিশুর অষ্টকল্যাণ বাণী মূর্ত করে তুলেছেন।

তাঁর নম্রতা, তাঁর সহজ সরল জীবন ও সব সময়ের জন্য হাসি-খুশী মুখ সকলের মন জয় করে নিত। সম্প্রদায়ের ভগ্নীগণ তাঁর অপরিবর্তনীয় মিষ্ট ব্যবহার, ভাল আচরণ এবং প্রভুকে জানানোর তাঁর গভীর আকাঙ্ক্ষা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

মাদার বাখিতা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি কানোসিয়ান কনভেন্টে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অন্তিম শয্যার চারপাশে সিস্টারগণ একত্রিত হয়েছিলেন। মহাদেশের সর্বত্র তাঁর সিদ্ধ জীবনের কথা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কাছে অনুনয় প্রার্থনা করে অনেকে কৃপা লাভ করেন।

২০০২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে সাধু পিতরের মহামন্দিরে পোপ দ্বিতীয় জন পল কর্তৃক সাধ্বী শ্রেণীভুক্ত হন।

ফাও বেগুন

বেঞ্জামিন গমেজ

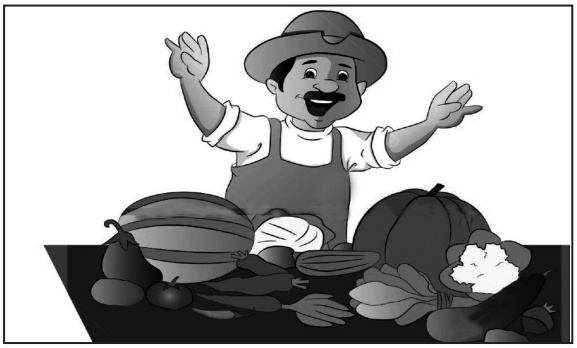

"ফাও" শব্দটির অর্থ আসল পরিমাণের চেয়ে বাড়তি কিছু পাওয়া। এই বাড়তি অংশটুকুকে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এই ধারণা পরিষ্কার করে বলার জন্য একটি গল্প উল্লেখ করছি।

একটি কাঁচা বাজারে প্রচুর শাকসবজী ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীও বিক্রি হয়। অনেকে বাজারের কাছেই ফুটপাতে সামান্য সবজী নিয়ে বসে এবং বিক্রি করে। এক বুড়া লোক প্রতিদিনই এইভাবে সবজী বিক্রি করে। একদিন তার অনেক সবজি বিক্রি হল। মাত্র ৩টি বেগুন পড়ে রইল। বুড়া ধৈর্য ধরে বসে রইল। একসময় দেখা গেল এক বুড়ি আসছে তার দিক, বুড়াও বেগুন দেখিয়ে বুড়িকে এগিয়ে আসতে বললো। বুড়ি আঁধা কেজি বেগুন চাইল। বুড়া ২টি বেগুন দাড়িপাল্লায় ওজন করে দেখল, এই দুইটা আঁধা কেজি। বুড়ি ২টি বেগুন তার ব্যাগে রাখল। বেগুনের দাম দেওয়ার জন্য বুড়ি তার শাড়ীর আঁচল থেকে টাকা বের করবে আর তখনই বুড়া বললো, এই একটা বেগুন কেউ কিনবে না। তাই এটা আমি তোমাকে ফাও দিলাম। বুড়ি খুব খুশি হলো, সে আঁধা কেজি বেগুনের দাম আর দিল না। বুড়ি ফাও বেগুনটি হাতে নিয়ে বললো, আমি একা মানুষ, এই ফাও বেগুনেই আমার চলে যাবে। বুড়ি আঁধা কেজি বেগুন ফেরত দিয়ে ফাও বেগুন নিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে গেল।

ধাঁধাঁ

১) তিন অক্ষরের নাম আমার, মাঝখানের অক্ষর বাদ দিলে, খেতে মিষ্টি লাগে, কি নাম আমার?

২) কোন শব্দটিকে সবসময় ভুল বলা হয়?

৩) কে এতদুর্বল যে তার নাম বলা মাত্রই ভেঙ্গে যায়?

৪) লোকেরা খাবার সময় আমাকে কেনে, কিন্তু তারা আমাকে খায় না। বলো আমি কি?

৫) হাত দিয়ে সাজিয়ে কাছে দেই থালায়, বরযাত্রী বুড়াবুড়ি মজা করে খায়।

৬) হাতুড়ি বা টালি বাইশটা, চোরে নিল বাইশটা। বাকি থাকে কয়টা?

৭) উল্টে যদি দাও আমারে হয়ে যাব লতা, কে আমি ভেবে-চিন্তে বলে ফেলো তা।

৮) বন থেকে বের হলো টিয়ে, সোনার টোপোর মাথায় দিয়ে।

৯) কোন ব্যাংকে টাকা থাকে না, ধার কখনো পাওয়া যায় না।

১০) কোন ফুলের নামটি উল্টে দিলে একটি পাখির নাম হয়?

ধাঁধাঁর উত্তরঃ

১) চিরুনি, ২) ভুল, ৩) নীরবতা, ৪) থালা ৫) পান ৬) ২টি (বাইশ একটি যন্ত্রের নাম, কাঠমিস্ত্রি ব্যবহার করে পেরেক তোলার জন্য) ৭) তাল, ৮) আনারস, ৯) ব্লাড ব্যাঙ্ক, ১০) জবা।

(ইন্টারনেট হতে সংগৃহিত)

নতুন সৃষ্টি

অন্যয় খ্রীষ্টফার কস্তা

যিশুর আগমণ নিয়ে আসে নতুন সৃষ্টি
আকাশের দিকে চেয়ে ভাবি
কতো কিছু যে তাঁর সৃষ্টি।
প্রভু যিশুকে দেখতে লাগে অনেক মিষ্টি
আকাশের দিকে চেয়ে ভাবি
কতো কিছু তাঁর সৃষ্টি।
প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ আমি
অপরূপ তার দৃষ্টি,
আকাশের দিকে চেয়ে ভাবি
কতো কিছু যে তার সৃষ্টি।
যিশুর জীবন চক্রে কত সে স্মৃতি ভাবে
তাই তো, মানুষ তাঁর আগমন প্রত্যাশা করে।

কেমন তোমার ছবি আঁকেছি!

অরিন রোজারিও
অষ্টম শ্রেণি
রায়েরদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের উৎরাইল ধর্মপল্লীতে যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান

ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং: গত ১৭ জানুয়ারি, শুক্রবার, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের 'মারীয়া আমাদের সহায় গির্জা', উৎরাইল ধর্মপল্লীতে বিশপ পনেন পৌল কুবি সিএসসি কর্তৃক "সালেসিয়ানস্ অব ডন বস্কো" সম্প্রদায়ের ডিকন জনি যোসেফ রুরাম যাজকাভিষিক্ত হন। গত ১৬ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার, বিকাল ৫টায় পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা এবং সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে থক্কা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। থক্কা বা শুচিকরণ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে যাজকপ্রার্থীকে যাজকাভিষেকের জন্য প্রস্তুত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের মন্সিনিরদ্বয় পিটার রেমা এবং শিমন হাচ্চা, ভারত থেকে আগত সালেসিয়ানস্ অব ডন বস্কো সম্প্রদায়ের সুপিরিয়রসহ ৪৬ জন যাজক, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ এবং প্রায় এক হাজার খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। বিশপ তার বাণী সহভাগিতায় বলেন, 'খ্রিস্ট যেমন পিতার দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর শিষ্যদেরও প্রেরিত করেছিলেন। তাদের উত্তরাধিকারীরা বিশপদের মাধ্যমে যাজকীয় ও শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন।' খ্রিস্টযাগ শেষে নব অভিষিক্ত যাজককে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

১৮ জানুয়ারি, সকাল ১০টায় গারাউন্দা গ্রামের নিজ বাড়িতে নবাভিষিক্ত যাজক জনি ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। সহযোগিতা করেন ফাদার পাওয়েল ও সম্প্রদায় সুপিরিয়র ফাদার জর্জ। ফাদার জর্জ তার বাণী সহভাগিতায় বলেন, 'খ্রিস্টযাগ হল ভালোবাসার চিহ্ন, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা ও ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসার প্রকাশ।' উক্ত খ্রিস্টযাগে ফাদার জনি যোসেফ সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। খ্রিস্টযাগ শেষে গ্রামের পক্ষ থেকে নবাভিষিক্ত যাজককে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পরিশেষে, দুপুরে আহারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

প্রথম জাতীয় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও উপস্থাপনা প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু, সিএসসি: "সফল সঞ্চালনাই দর্শক ও মঞ্চকে জীবন্ত করে তোলে" এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে গত ২৩-২৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ আরএনডিএম রিনুয়্যায়ল সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় এপিসকপাল যুব কমিশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম জাতীয় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও উপস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা।

প্রথমেই প্রার্থনানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাইবেল স্থাপন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করা হয়। শুভেচ্ছা পর্বে এপিসকপাল যুব কমিশনের নির্বাহী সচিব ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি সকল অংশগ্রহণকারীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, জাতীয় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও উপস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী দক্ষতা, যা ব্যক্তি ও পেশাগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কর্মশালায় প্রভাষক ও আবৃতিকার তিতাস ভিনসেন্ট রোজারিও উপস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে চয়ন রিবেরু-উপস্থাপকের ভূমিকা ও অনুষ্ঠানসূচী তৈরির কৌশল সম্বন্ধে হাতে কলমে বুঝিয়ে দেন। সন্ধ্যায় খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি। রাতে অংশগ্রহণকারীগণ সৃজনশীল উপস্থাপনা ও স্বরচিত ছন্দের মাধ্যমে নিজের পরিচয় তুলে ধরেন ও পছন্দমতো সাংস্কৃতিক বিষয় পরিবেশনা করেন।

দ্বিতীয় দিনে মঞ্চে উপস্থাপনা ও পাবলিক স্পিকিং কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন শরীফ হোসেন হৃদয়, সিনিয়র সংবাদ পাঠক ও উপস্থাপক, চ্যানেল আই টিভি। বিকালে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা করার জন্য স্টুডিওতে অডিসন করা বা ভোকাল টেস্ট করতে এক্সপোজারে নিয়ে যাওয়া হয়।

তৃতীয় দিনে সকালে উপস্থাপনা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্ক্রিপ্ট লেখা ও প্রস্তুত করার কৌশল আলোচনা করেন মো: হাসান মেহেদী, পরিচালক, বৈঠক আবৃত্তি ও উপস্থাপনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।

দ্বিতীয় অধিবেশনে পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, সভাপতি, এপিসকপাল

যুব কমিশন, দৃষ্টি নন্দন বাচনভঙ্গি, সৃজনশীল উপস্থাপনা, যোগাযোগ দক্ষতা, সঠিক ড্রেস কোড এবং শারীরিক ভাষার গুরত্ব ও তাদের উপস্থাপনায় প্রভাব নিয়ে সহভাগিতা করেন।

সন্ধ্যায় সমাপণী খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। তিনি বলেন, "উপস্থাপক কেবল অনুষ্ঠানের পাত্র-পাত্রীদের নাম ঘোষণা করেন না, নিজের ব্যক্তিত্ব ও বিভায় গোটা অনুষ্ঠানকে আলোকিত করে রাখেন।"

পরিশেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয় এবং প্রেরণবাণী পাঠ ও জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে সেবা করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম জাতীয় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও উপস্থাপনা প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২৫ এর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ওয়াইসিএস (শিক্ষক) এনিমেটর গঠন প্রশিক্ষণ কর্মশালা- ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ: ২৩-২৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের উদ্যোগে ওয়াইসিএস (শিক্ষক) এনিমেটর গঠন প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মূলভাব ছিল: "এসো ওয়াইসিএস আন্দোলন করি, আলোকিত মানুষ গড়ে তুলি"। নাগরী, দোম আন্তনীয় পালকীয় সেবা কেন্দ্রের, মনোরম পরিবেশে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের চারটি অঞ্চল এর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা, সিস্টার ও ব্রাদারগণ অংশগ্রহণ করেন। শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বি গমেজ কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা ও খ্রিস্টযাগ অর্পন করেন। তিনি তার সহভাগিতায় ওয়াইসিএস এর গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং শিক্ষক মণ্ডলীকে উৎসাহিত করেন যেন তারা গুরুত্বের সঙ্গে ওয়াইসিএস আন্দোলনকে প্রবাহমান করেন। কর্মশালায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ওয়াইসিএস সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে সহশিক্ষা কার্যক্রমে খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের জন্যে ওয়াইসিএস আন্দোলন এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এবং সেল মিটিং পরিচালনার পদ্ধতি ও প্রদর্শন এই বিষয় আলোকপাত করেন ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ। সিস্টার মেরী দেবাশিস এসএমআরএ ওয়াইসিএস আন্দোলনের ইতিহাস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বর্তমান অবস্থার বিষয়ে সহভাগিতা রাখেন এবং ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি ওয়াইসিএস আন্দোলন এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়াও অঞ্চলভিত্তিক অংশগ্রহণকারীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। গত এক বছরের কার্যক্রম বিদ্যালয়/ধর্মপল্লী বা ইউনিট ভেদে মূল্যায়ন করেন এবং ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিন দিনের এই অনুষ্ঠানে আরো ছিল প্রার্থনা, পবিত্র ক্রুশের অর্চনা, পাপস্বীকার এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ। এছাড়া এনিমেশন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীতে প্রাক-বিবাহ প্রশিক্ষণ

ক্যারোলিনা মুর্মু: ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে, সুরশুনিপাড়া প্রভু নিবেদন ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রাক-বিবাহ প্রশিক্ষণে পাল-পুরোহিত ফাদার প্রদীপ কস্তা বলেন, "খ্রিস্টীয় বিবাহ হচ্ছে একটি আহ্বান, আর খ্রিস্টান হিসাবে এই আহ্বানে বিশ্বস্তভাবে সাড়া দেওয়া প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব"।

সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লী ও অন্যান্য কয়েকটি ধর্মপল্লী থেকে মোট ৪৪ জন প্রার্থী এই প্রাক্-বিবাহ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে 'বিবাহ প্রস্তুতির গুরুত্ব, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, সুষ্ঠু মনোনয়ন ও সঠিক সিদ্ধান্ত, সাক্রামেন্ত ও মাণ্ডলিক শিক্ষা, বিবাহ একটি ঐশ পরিকল্পনা, খ্রিস্টধর্মীয় প্রার্থনা ও ধর্মশিক্ষা, পারিবারিক জীবনে প্রার্থনা এবং আধ্যাত্মিক মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ, পারিবারিক জীবনে আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক শিক্ষা, পারিবারিক অর্থনৈতিক বাজেট ও আয়-ব্যয় এবং প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা' বিষয়ে প্রার্থীদের শিক্ষা প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী চাঁদপুকুর ধর্মপল্লী থেকে আগত লুসি মায়া তির্কী বলেন, আমাদের বিবাহিত জীবন সুন্দর এবং গঠনমূলক করার জন্য এই প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শুলপুর ধর্মপল্লীতে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও খ্রিস্টীয় নববর্ষ উদ্‌যাপন

ফাদার লিংকন মিখায়েল কস্তা: 'যিশু এসো আমার অন্তরে' মূলভাবকে সামনে রেখে দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি শেষে ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষের ১ জানুয়ারি শুলপুর ধর্মপল্লীতে ৫৫ জন ছেলে-মেয়ে প্রথমবারের মত পাপস্বীকার ও রুটির আকারে খ্রিস্টকে গ্রহণ করে। খ্রিস্টীয় নববর্ষ উপলক্ষে দু'টো খ্রিস্টযাগ অর্পণ করা হয়। দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন নব অভিষিক্ত ফাদার লিংকন মিখায়েল কস্তা। উপদেশে ফাদার লিংকন দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং ঈশ্বর-জননী মারীয়া ও বিশ্ব শান্তি দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'তোমাদের জন্য আজকের দিনটি অনেক প্রতীক্ষার, আনন্দের এবং স্মরণীয় একটি দিন। প্রথমবারের মত তোমরা আজকে পবিত্র রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে যিশুকে গ্রহণ করতে যাচ্ছো। আজকে তোমাদের মধ্যে খ্রিস্টকে গ্রহণ করার যে আনন্দ, সেই আনন্দ যেন সারা জীবন ধরে রাখতে পারো। নিজেদের অন্তরে খ্রিস্টকে গ্রহণ, ধারণ ও বহন করে সুন্দর খ্রিস্টীয় জীবনযাপন করো।' খ্রিস্টযাগ শেষে পালপুরোহিত কমল কোড়াইয়া উপস্থিত সকলকে খ্রিস্টীয় নববর্ষের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানান এবং প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানান। তিনি সকলের সুন্দর জীবন কামনা করেন এবং সবাইকে পুণ্য উপাসনায় সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে স্মৃতি চিহ্ন রূপে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারীদের হাতে স্মৃতিকার্ড ও উপহার তুলে দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র

বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে রয়েছে ভারত থেকে নিয়ে আসা ছোট-বড় মূর্তির এক বিশাল সমাহার।

* ফাইবারের তৈরী কুমারী মারীয়ার মূর্তি
* সাধু আন্তনীর মূর্তি
* যিশুর মূর্তি
* বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীর মূর্তি।

এছাড়াও রয়েছে – ছোট-বড় ক্রুশ, মেডেল ও রোজারি মালা। স্টক শেষ হয়ে যাওয়ার আগে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

–যোগাযোগের ঠিকানা –

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ০৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 04
Regd. No. DA-33
❖ 2 - 8 February, 2025, ১৯ - ২৫ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

পরম পিতার সান্নিধ্যে জর্জ সুব্রত পালমা

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম"

স্বর্গীয় জর্জ সুব্রত পালমা
আগমন: ২৯ জানুয়ারি ১৯৪৭
বিদায়: ১ জানুয়ারি ২০২৫
হারবাইদ, গাজীপুর।

স্বর্গীয় জর্জ সুব্রত পালমা এক মহৎ ব্যক্তিত্ব যিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি মাউছাইদ, বর্তমান ভাদুন ধর্মপল্লীর হারবাইদ গ্রামের এক আদর্শ ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গীয় মতি ম্যাথিও পালমা (মাস্টার) ও স্বর্গীয়া ক্লারা ক্লেমেন্টিনা ছেড়াও এর প্রথম সন্তান। শৈশবে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝেও বাবা-মায়ের আদর যত্নে একজন দায়িত্বশীল, আত্মত্যাগী পড়াশোনার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ এবং পরিবারের প্রতি অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিকুলেশন সম্পন্ন করার পরপরই তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও পিতা-মাতা এবং নিজ উদ্যোগে তিনি নৈশকালীন সময়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনে তৎপর ছিলেন। আর তাইতো জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং ডিগ্রী দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে মাস্টার্স প্রথম পর্বও সমাপ্ত করেন। শিক্ষা জীবন এবং কর্মজীবনে ভারসাম্য রক্ষা করে তিনি তার জীবনকে এক সফল ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত করেন। তার কর্মজীবন শুরু হয় সাধারণ বীমায়। দীর্ঘদিন কাজ করার পর তিনি পূরবী জেনারেল ইন্সুরেন্স-এ যোগদান করেন। শেষে খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটিতে সেবা দান করেন। কর্মজীবনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। বিশেষ করে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা ও দক্ষ পরিচালনায় তার অবদান চিরস্মরণীয়। দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন (ঢাকা), মাউসাইদ ক্রেডিট ইউনিয়ন, হারবাইদ ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় তার অবদান ছিল অগ্রণী। হাউজিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠার লগ্নে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। কর্মজীবন এবং সমাজ সেবামূলক কাজে তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক, নিরলস কর্মী। নিজের সচ্ছলতার জন্য কোন অনৈতিক কাজকর্মের প্রতি লোভ-লালসা ছিল না তার। এছাড়াও তৎকালীন সময় বিদেশে কর্মরত আত্মীয় পরিজন ও পাড়া প্রতিবেশিদের চিঠি ও একাউন্ট সংরক্ষণসহ সপ্তাহান্তে নিজ হাতে বিলিবন্টন করে অনেকের মঙ্গল সাধন করেছেন একমাত্র দরদ ও ভালবাসার টানে। মানুষের প্রতি ছিল তার অগাধ দয়া ও ভালবাসা। অন্যের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ সেবা দিতে সর্বদা তৎপর ছিলেন। প্রতিনিয়ত তিনি তার স্বর্গীয় পিতার আদর্শ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন।

তিনি তার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ও সহমর্মী ছিলেন। স্ত্রী, সন্তান ভাইবোন এবং তাদের পরিবারকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক নির্ভরযোগ্য অভিভাবক। পারিবারিক বন্ধন ও মূল্যবোধে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পর তিনি নিজ গ্রামে ফিরে যান। কিন্তু অবসরের কিছুদিন পর থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে তার গুরতর অসুস্থতা শুর হয়। দীর্ঘ চিকিৎসা এবং পরিবারের যত্নে তার সময় কেটেছে। তার অসুস্থতার সময় যেসকল চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা সেবা প্রদান করেছেন, তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে তিনি সকলকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তার অসুস্থতার সময় যারা সেবা, সহযোগিতা, প্রার্থনা করেছেন এবং মৃত্যুর পর বিভিন্নভাবে পাশে ছিলেন, তাদের প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্বর্গীয় জর্জ সুব্রত পালমা ছিলেন একজন দায়িত্বশীল পুত্র, স্বামী, ভাই, পিতা, সমাজসেবী, এবং কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান একজন মানুষ। তার জীবন ও অবদান আমাদের জন্য এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে। তিনি যেমন তার কর্মের মাধ্যমে সমাজ ও পরিবারের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ছিলেন, তেমনই তার জীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে তার প্রিয়জনদের মাঝে।

একান্ত ভালোবাসায় শোকাহত আমরা
স্ত্রী: রেনু ইমাকুলেটা কোড়াইয়া।

সন্তানেরা: ঝুমা-ফেবিয়ান, জনি-জ্যোতি, লিমা-ডেভিড।

অন্যান্যরা: জোনাথন, জেইভান, জিয়ানা, ডেনিয়েলা, নেথান, ইথান, জোভানা, ডিলেন, এথেনা, ভিয়ান, জয়েস, সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ, টনি, মার্টিন-লিজ, মারভিন, ববি, শেলি-নুপুর, সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ, দিলীপ-কনিকা, কানন, মনি-অনিল, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ।

বিজ্ঞ-৩৩/২০২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org